দশম অধ্যায়

ভক্তপ্রবর প্রহ্লাদ

এই অধ্যায়ে বর্ণনা করা হয়েছে কিভাবে প্রহ্লাদ মহারাজকে আনন্দ দান করে ভগবান নৃসিংহদেব অন্তর্ধান করেছিলেন। রুদ্রপতি ভগবান শিবের অনুগ্রহও এই অধ্যায়ে বর্ণিত হয়েছে।

ভগবান নৃসিংহদেব প্রহ্লাদ মহারাজকে একের পর এক বহু বর প্রদান করতে চেয়েছিলেন, কিন্তু প্রহ্লাদ মহারাজ সেগুলিকে পারমার্থিক উন্নতির প্রতিবন্ধক বলে মনে করে তার একটিও গ্রহণ করেননি। পক্ষান্তরে তিনি ভগবানের শ্রীপাদপদ্মে সর্বতোভাবে শরণাগত হয়েছিলেন। তিনি বলেছিলেন, "কেউ যদি ভগবদ্ভক্তিতে যুক্ত হয়ে ভগবানের কাছে আত্মেন্দ্রিয় সুখের কামনা করে, তা হলে তাকে শুদ্ধ ভক্ত এমন কি ভক্ত বলেও সম্বোধন করা যায় না। সে ব্যবসায়ী বণিক মাত্র। তেমনই, যে প্রভু তার ভৃত্যের সেবা গ্রহণ করার পর তাকে ভোগ আদি বিষয় প্রদান করেন, তিনিও প্রকৃত প্রভু নন।" প্রহ্লাদ মহারাজ তাই ভগবানের কাছে কোন কিছু প্রার্থনা করেননি। পক্ষান্তরে, তিনি বলেছিলেন যদি ভগবান তাঁকে বর দিতে চান, তা হলে তিনি যেন প্রহ্লাদকে এই বর প্রদান করেন, যেন তাঁর হৃদয়ে কখনও জড় বাসনার উদয় না হয়। কাম অত্যন্ত অনিষ্টকর। তার উদয়ে ইন্দ্রিয়, মন, প্রাণ, আত্মা, ধর্ম, ধৈর্য, বুদ্ধি, লজ্জা, শ্রী, তেজ, স্মৃতি, সত্য—সব কিছুই বিনষ্ট হয়ে যায়। হৃদয়ে যখন আর কোন জড় বাসনা থাকে না, তখনই কেবল শুদ্ধ ভক্তিতে ভগবানের সেবা সম্পাদন করা যায়।

প্রহ্লাদের ঐকান্তিক ভক্তিতে ভগবান অত্যন্ত প্রসন্ন হয়েছিলেন। প্রহ্লাদ ভগবানের কাছে কোন বর না চাইলেও ভগবান তাঁকে একটি বর প্রদান করেছিলেন—তিনি এই জগতে পূর্ণরূপে সুখী হবেন এবং তাঁর পরবর্তী জীবনে তিনি বৈকুণ্ঠলোকে নিবাস করবেন। ভগবান তাঁকে আশীর্বাদ করেছিলেন যে, তিনি মন্বন্তর কাল পর্যন্ত এই জড় জগতের রাজা হবেন, এবং এই জড় জগতে থাকলেও তিনি ভগবানের মহিমা শ্রবণ করার সুযোগ পাবেন এবং নিষ্কাম ভক্তিযোগ অবলম্বনে ভগবানের সেবা সম্পাদন করে সর্বতোভাবে ভগবানের উপর নির্ভর করবেন। ভগবান প্রহ্লাদ

মহারাজকে উপদেশ দিয়েছিলেন ভক্তিযোগের মাধ্যমে যজ্ঞ অনুষ্ঠান করতে, কারণ সেটি রাজার কর্তব্য।

প্রহ্লাদ মহারাজ তা স্বীকার করে তাঁর পিতার উদ্ধারের জন্য প্রার্থনা করেছিলেন। তাঁর সেই প্রার্থনায় ভগবান তাঁকে আশ্বাস দিয়েছিলেন যে, কেবল তাঁর পিতাই নয়, তাঁর মতো ভক্ত যে বংশে জন্মগ্রহণ করেছেন, সেই বংশের একুশ পুরুষ মুক্ত হয়ে যাবে। ভগবান প্রহ্লাদ মহারাজকে তাঁর পিতার ঔর্ধ্বদৈহিক কার্য সম্পাদন করার উপদেশও প্রদান করেছিলেন।

তখন, সেখানে উপস্থিত ব্রহ্মাও প্রহ্লাদ মহারাজকে বর দান করার জন্য, ভগবানের উদ্দেশ্যে তাঁর কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে বহু স্তব করেছিলেন। ভগবান ব্রহ্মাকে উপদেশ দিয়েছিলেন হিরণ্যকশিপুর মতো অসুরদের আর বর দান না করতে, কারণ এই প্রকার বর লাভ করে তারা প্রশ্রয় পায়। তারপর ভগবান নৃসিংহদেব অন্তর্ধান করেছিলেন। সেইদিন, ব্রহ্মা এবং শুক্রাচার্য প্রহ্লাদ মহারাজকে বিশ্বের সিংহাসনে অধিষ্ঠিত করেছিলেন।

এইভাবে নারদ মুনি যুধিষ্ঠির মহারাজের কাছে প্রহ্লাদ মহারাজের চরিত্র বর্ণনা করেছিলেন। তারপর তিনি রামচন্দ্র কর্তৃক রাবণ বধ এবং দ্বাপর যুগে শিশুপাল ও দন্তবক্র বধের কথা বর্ণনা করেছিলেন। শিশুপাল ভগবানের শরীরে লীন হয়ে সাযুজ্য মুক্তি লাভ করেছিলেন। নারদ মুনি যুধিষ্ঠির মহারাজের প্রশংসা করেছিলেন, কারণ ভগবান শ্রীকৃষ্ণ ছিলেন পাণ্ডবদের পরম শুভাকাঙ্ক্ষী এবং বন্ধু, এবং তিনি প্রায় সর্বদাই তাঁদের গৃহে অবস্থান করতেন। তাই পাণ্ডবদের সৌভাগ্য ছিল প্রহ্লাদ মহারাজের থেকেও অধিক।

তারপর নারদ মুনি বর্ণনা করেছিলেন কিভাবে ময়দানব অসুরদের জন্য ত্রিপুর নির্মাণ করেছিলেন। তার ফলে অসুরেরা অত্যন্ত শক্তিশালী হয়ে দেবতাদের পরাস্ত করেছিল। এই পরাজয়ের ফলে রুদ্রদেব বা শিব ত্রিপুর ধ্বংস করে ত্রিপুরারি নামে বিখ্যাত হন এবং সমস্ত দেবতাদের দ্বারা পূজিত হন। এই অধ্যায়ের শেষে এই আখ্যায়িকাটি বর্ণিত হয়েছে।

শ্লোক ১

শ্রীনারদ উবাচ

ভক্তিযোগস্য তৎ সর্বমন্তরায়তয়ার্ভকঃ ।
মন্যমানো হৃষীকেশং স্ময়মান উবাচ হ ॥ ১ ॥

শ্রী-নারদঃ উবাচ—নারদ মুনি বললেন; **ভক্তি-যোগস্য**—ভগবদ্ভক্তির; **তৎ**—সেই সমস্ত (ভগবান নৃসিংহদেব প্রদত্ত আশীর্বাদ এবং বর); **সর্বম্**—তার প্রত্যেকটি; **অন্তরায়তয়া**—(ভক্তিযোগের পথে) প্রতিবন্ধক হওয়ার ফলে; **অর্ভকঃ**—প্রহ্লাদ মহারাজ নিতান্ত বালক হওয়া সত্ত্বেও; **মন্যমানঃ**—বিবেচনা করে; **হৃষীকেশম্**—ভগবান নৃসিংহদেবকে; **স্ময়মানঃ**—ঈষৎ হাস্য সহকারে; **উবাচ**—বলেছিলেন; **হ**—অতীতে।

অনুবাদ

শ্রীনারদ মুনি বললেন—প্রহ্লাদ মহারাজ নিতান্ত বালক হওয়া সত্ত্বেও, ভগবান নৃসিংহদেবের দ্বারা প্রদত্ত সেই সমস্ত বরগুলিকে ভক্তিযোগের প্রতিবন্ধক বলে মনে করে, ঈষৎ হাস্য সহকারে বলেছিলেন।

তাৎপর্য

জড়-জাগতিক লাভ ভগবদ্ভক্তির চরম লক্ষ্য নয়। ভক্তির চরম লক্ষ্য হচ্ছে ভগবৎ প্রেম। তাই প্রহ্লাদ মহারাজ, ধ্রুব মহারাজ, অম্বরীষ মহারাজ, যুধিষ্ঠির মহারাজ এবং অন্য বহু ভগবদ্ভক্ত রাজারা অত্যন্ত ঐশ্বর্যবান হলেও তাঁদের সমস্ত ঐশ্বর্য তাঁরা ভগবানের সেবার জন্য গ্রহণ করেছিলেন, তাঁদের ইন্দ্রিয়সুখ ভোগের জন্য নয়। জড় ঐশ্বর্য সমন্বিত হওয়া অবশ্য সর্বদাই ভীতিজনক, কারণ জড় ঐশ্বর্যের প্রভাবে ভগবদ্ভক্তি থেকে বিচ্যুত হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। কিন্তু তা সত্ত্বেও ভগবানের শুদ্ধ ভক্ত *অন্যাভিলাষিতাশূন্যম্* হওয়ার ফলে, কখনও জড় ঐশ্বর্যের দ্বারা বিভ্রান্ত হন না। পক্ষান্তরে, তাঁর সমস্ত সম্পদ তিনি সর্বতোভাবে ভগবানের সেবায় নিয়োগ করেন। কেউ যখন জড় ঐশ্বর্যের দ্বারা প্রলুব্ধ হন, তখন সেই ঐশ্বর্য মায়া প্রদত্ত বলে মনে করতে হবে, কিন্তু যখন তা পূর্ণরূপে ভগবানের সেবায় নিয়োজিত হয়, তখন তা ভগবানের দান বা ভগবদ্ভক্তি বৃদ্ধি করার জন্য শ্রীকৃষ্ণ কর্তৃক প্রদত্ত সুবিধা বলে মনে করা হয়।

শ্লোক ২

শ্রীপ্রহ্লাদ উবাচ

মা মাং প্রলোভয়োৎপত্ত্যা সক্তং কামেষু তৈর্বরৈঃ ।
তৎসঙ্গভীতো নির্বিণ্ণো মুমুক্ষুস্ত্বামুপাশ্রিতঃ ॥ ২ ॥

শ্রী-প্রহ্লাদঃ উবাচ—প্রহ্লাদ মহারাজ (পরমেশ্বর ভগবানকে) বললেন; **মা**—করবেন না; **মাম্**—আমাকে; **প্রলোভয়**—প্রলোভিত; **উৎপত্ত্যা**—(অসুরকুলে) আমার জন্ম হওয়ার জন্য; **সক্তম্**—(আমি ইতিমধ্যেই) আসক্ত; **কামেষু**—জড়সুখ ভোগের প্রতি; **তৈঃ**—সেই সবের দ্বারা; **বরৈঃ**—জড় সম্পদ লাভের বর; **তৎ-সঙ্গ-ভীতঃ**—এই প্রকার সঙ্গের ভয়ে ভীত; **নির্বিণ্ণঃ**—জড় বাসনা থেকে সম্পূর্ণরূপে বিরক্ত; **মুমুক্ষুঃ**—বদ্ধ জীবন থেকে মুক্ত হওয়ার বাসনা করে; **ত্বাম্**—আপনার শ্রীপাদপদ্মে; **উপাশ্রিতঃ**—আমি আশ্রয় গ্রহণ করেছি।

অনুবাদ

প্রহ্লাদ মহারাজ বললেন—হে ভগবান, অসুরকুলে জন্মগ্রহণ করার ফলে আমি স্বাভাবিকভাবেই জড় সুখভোগের প্রতি আসক্ত। তাই, দয়া করে আমাকে এই সমস্ত বরের দ্বারা প্রলুব্ধ করবেন না। আমি ভৌতিক অবস্থার ভয়ে অত্যন্ত ভীত, এবং তাই আমি এই বদ্ধ অবস্থা থেকে মুক্ত হতে চাই। সেই জন্যই আমি আপনার শ্রীপাদপদ্মের আশ্রয় গ্রহণ করেছি।

তাৎপর্য

সংসার-জীবন মানে দেহ এবং দেহের সঙ্গে সম্পর্কিত সব কিছুর প্রতি আসক্তি। এই আসক্তির ভিত্তি হচ্ছে ইন্দ্রিয়সুখ ভোগের বাসনা, বিশেষ করে কাম ভোগ। *কামৈস্তৈস্তৈর্হৃতজ্ঞানাঃ*—কেউ যখন জড় সুখ ভোগের প্রতি অত্যন্ত আসক্ত হয়, তখন তার জ্ঞান অপহৃত হয় (*হৃতজ্ঞানাঃ*)। *ভগবদ্গীতায়* উল্লেখ করা হয়েছে, যারা জড় সুখ ভোগের প্রতি আসক্ত, তারা জড়-জাগতিক ঐশ্বর্য লাভের জন্য বিভিন্ন দেব-দেবীর পূজা করে। তারা বিশেষ করে দুর্গা এবং শিবের পূজার প্রতি আসক্ত, কারণ এই দিব্য দম্পতি তাঁদের ভক্তদের সমস্ত জড় ঐশ্বর্য প্রদান করতে পারেন। প্রহ্লাদ মহারাজ কিন্তু সমস্ত জড় ভোগের প্রতি বিরক্ত ছিলেন। তাই তিনি কোন দেবতার আশ্রয় গ্রহণ না করে, ভগবান নৃসিংহদেবের শ্রীপাদপদ্মের আশ্রয় গ্রহণ করেছিলেন। তা থেকে বুঝতে হবে যে, কেউ যদি সত্য সত্যই এই জড় জগতের বন্ধন থেকে মুক্ত হতে চান, এবং ত্রিতাপ দুঃখ ও জন্ম-মৃত্যু-জরা-ব্যাধির ক্লেশ থেকে মুক্ত হতে চান, তা হলে তাঁকে অবশ্যই ভগবানের শ্রীপাদপদ্মের শরণ গ্রহণ করতে হবে। কারণ ভগবান ব্যতীত অন্য কেউই সংসার বন্ধন থেকে মুক্তি দান করতে পারেন না। নাস্তিকেরা জড় সুখ ভোগের প্রতি অত্যন্ত আসক্ত। তাই তারা জড় সুখ ভোগের যতই সুযোগ পায়, ততই

তারা তা গ্রহণ করতে চায়। প্রহ্লাদ মহারাজ কিন্তু সেই বিষয়ে অত্যন্ত সাবধান ছিলেন। বিষয়াসক্ত পিতার পুত্ররূপে জন্মগ্রহণ করলেও যেহেতু তিনি ছিলেন ভক্ত, তাই তাঁর কোন জড় বাসনা ছিল না (*অন্যাভিলাষিতাশূন্যম্*)।

শ্লোক ৩

ভৃত্যলক্ষণজিজ্ঞাসুর্ভক্তং কামেষ্বচোদয়ৎ ।
ভবান্ সংসারবীজেষু হৃদয়গ্রন্থিষু প্রভো ॥ ৩ ॥

ভৃত্য-লক্ষণ-জিজ্ঞাসুঃ—শুদ্ধ ভক্তের লক্ষণ প্রদর্শনে অভিলাষী; **ভক্তম্**—ভক্ত; **কামেষু**—কাম-বাসনাপ্রধান জড় জগতে; **অচোদয়ৎ**—প্রেরণ করেছেন; **ভবান্**—আপনি; **সংসার-বীজেষু**—এই জড় জগতে উপস্থিত থাকার মূল কারণ; **হৃদয়-গ্রন্থিষু**—সমস্ত বদ্ধ জীবের হৃদয়ে রয়েছে যে জড় সুখ ভোগের বাসনা; **প্রভো**—হে পরমারাধ্য ভগবান।

অনুবাদ

হে পরমারাধ্য ভগবান, যেহেতু সকলের হৃদয়ে ভববন্ধনের মূল কারণরূপ কাম-বাসনার বীজ রয়েছে, তাই আপনি আমাকে শুদ্ধ ভক্তের লক্ষণ প্রদর্শন করার জন্য এই জড় জগতে প্রেরণ করেছেন।

তাৎপর্য

ভক্তিরসামৃতসিন্ধু গ্রন্থে নিত্যসিদ্ধ এবং সাধনসিদ্ধ ভক্তদের বিষয়ে বিস্তারিতভাবে আলোচনা করা হয়েছে। নিত্যসিদ্ধ ভক্তেরা তাঁদের নিজেদের আচরণের দ্বারা ভক্ত হওয়ার শিক্ষা দেওয়ার জন্য বৈকুণ্ঠলোক থেকে এই জগতে আসেন। এই জড় জগতের জীবেরা এই প্রকার নিত্যসিদ্ধ ভক্তদের কাছ থেকে শিক্ষা গ্রহণ করে ভগবদ্ধামে ফিরে যেতে আগ্রহী হন। নিত্যসিদ্ধ ভক্ত ভগবানের আদেশে বৈকুণ্ঠলোক থেকে আসেন এবং তাঁর আচরণের দ্বারা অন্যাভিলাষিতাশূন্য শুদ্ধ ভক্ত হওয়ার শিক্ষা প্রদান করেন। এই জড় জগতে আসা সত্ত্বেও নিত্যসিদ্ধ ভক্তেরা কখনও জড় সুখ ভোগের প্রলোভনের দ্বারা প্রলোভিত হন না। এই প্রকার নিত্যসিদ্ধ ভক্তের এক আদর্শ দৃষ্টান্ত হচ্ছেন মহাভাগবত প্রহ্লাদ মহারাজ। প্রহ্লাদ মহারাজ দৈত্য হিরণ্যকশিপুর বংশে জন্মগ্রহণ করলেও কোন প্রকার জড় সুখ ভোগের প্রতি কখনও আসক্ত ছিলেন না। শুদ্ধ ভক্তের লক্ষণ প্রদর্শন করার জন্য ভগবান প্রহ্লাদ মহারাজকে বৈষয়িক বর দানের দ্বারা প্রলুব্ধ করার চেষ্টা করেছিলেন,

কিন্তু প্রহ্লাদ মহারাজ সেগুলি গ্রহণ করেননি। পক্ষান্তরে, তিনি তাঁর ব্যক্তিগত দৃষ্টান্তের দ্বারা শুদ্ধ ভক্তের লক্ষণ প্রদর্শন করেছিলেন। অর্থাৎ, ভগবান তাঁর শুদ্ধ ভক্তকে এই জড় জগতে প্রেরণ করতে চান না, এবং ভক্তেরও এখানে আসার কোন জড় উদ্দেশ্য থাকে না। ভগবান স্বয়ং যখন এই জড় জগতে অবতরণ করেন; তখন তিনি জড় পরিবেশের দ্বারা প্রলুব্ধ হন না, এবং এই জড় জগতে তাঁর করণীয় কিছুই থাকে না, তবুও তিনি তাঁর দৃষ্টান্তের দ্বারা সাধারণ মানুষদের ভক্ত হওয়ার শিক্ষা দেন। তেমনই ভক্তও ভগবানের আদেশ অনুসারে, তাঁর ব্যক্তিগত আচরণের দ্বারা শুদ্ধ ভক্ত হওয়ার শিক্ষা দেওয়ার জন্য এখানে আসেন। তাই শুদ্ধ ভক্ত সমস্ত জীবের, এমন কি ব্রহ্মারও আদর্শস্বরূপ হন।

শ্লোক ৪

নান্যথা তেঽখিলগুরো ঘটেত করুণাত্মনঃ ।
যস্ত আশিষ আশাস্তে ন স ভৃত্যঃ স বৈ বণিক্ ॥ ৪ ॥

ন—না; **অন্যথা**—অন্যথা; **তে**—আপনার; **অখিল-গুরো**—হে সমস্ত সৃষ্টির পরম গুরু; **ঘটেত**—এমন হতে পারে; **করুণাত্মনঃ**—ভক্তদের প্রতি অত্যন্ত করুণাময় ভগবান; **যঃ**—যে ব্যক্তি; **তে**—আপনার থেকে; **আশিষঃ**—জড়-জাগতিক লাভ; **আশাস্তে**—বাসনা করে (আপনার সেবার বিনিময়ে); **ন**—না; **সঃ**—সেই ব্যক্তি; **ভৃত্যঃ**—সেবক; **সঃ**—সেই ব্যক্তি; **বৈ**—বস্তুতপক্ষে; **বণিক্**—ব্যবসাদার (যে তার ব্যবসা থেকে লাভ করতে চায়)।

অনুবাদ

অন্যথা, হে ভগবান, হে সমগ্র জগতের গুরু, আপনি আপনার ভক্তের প্রতি এতই করুণাময় যে, তাঁর পক্ষে অহিতকর কোন কিছু তাঁকে আপনি করতে দেন না। পক্ষান্তরে, যে ব্যক্তি আপনার সেবার বিনিময়ে কোন জাগতিক লাভ কামনা করে, সে আপনার শুদ্ধ ভক্ত নয়। প্রকৃতপক্ষে, সে একটি বণিক যে তার সেবার বিনিময়ে লাভ চায়।

তাৎপর্য

কখনও কখনও দেখা যায় যে, কেউ ভক্তের কাছে অথবা মন্দিরে ভগবানের কাছে জড়-জাগতিক লাভের জন্য আসে। সেই প্রকার ব্যক্তিদের এখানে বণিক বলে

বর্ণনা করা হয়েছে। *ভগবদ্গীতায়* আর্ত, জিজ্ঞাসু ও অর্থার্থীর কথা বলা হয়েছে। আর্ত হচ্ছে তারা যারা শারীরিক দুঃখকষ্ট ভোগ করছে, এবং অর্থার্থীরা ধন-সম্পদ চায়। এই প্রকার ব্যক্তিরা ভগবানের আশীর্বাদে তাদের দুঃখ-দুর্দশা নির্বৃত্তির জন্য অথবা টাকা-পয়সা লাভের জন্য ভগবানের শরণাগত হয়। *ভগবদ্গীতায়* তাদের সুকৃতিসম্পন্ন বলে বর্ণনা করা হয়েছে, কারণ তাদের আর্ত এবং অর্থার্থী হওয়ার ফলে তারা ভগবানের শরণাগত হয়েছে। সুকৃতিসম্পন্ন না হলে ভগবানের শরণাগত হওয়া যায় না। কিন্তু, কোন ব্যক্তি পুণ্যবান হওয়ার ফলে জাগতিক বস্তু লাভ করতে পারে, কিন্তু জড়-জাগতিক লাভের আকাঙ্ক্ষী ব্যক্তি শুদ্ধ ভক্ত হতে পারে না। শুদ্ধ ভক্ত যখন জড় ঐশ্বর্য লাভ করেন, সেটি তাঁর পুণ্যকর্মের ফল নয়, পক্ষান্তরে ভগবদ্ভক্তির ফল। কেউ যখন ভগবানের সেবায় যুক্ত হন, তখন তিনি আপনা থেকেই পুণ্যবান হন। তাই, শুদ্ধ ভক্ত *অন্যাভিলাষিতাশূন্যম্*। তাঁর জড়-জাগতিক লাভের কোন বাসনা নেই, এবং ভগবানও তাঁকে জড়-জাগতিক সুযোগ-সুবিধা গ্রহণ করতে অনুপ্রাণিত করেন না। ভক্তের যখন কোন কিছুর প্রয়োজন হয়, তখন ভগবান তা সরবরাহ করেন (*যোগক্ষেমং বহাম্যহম্*)।

বিষয়াসক্ত ব্যক্তিরা কখনও কখনও মন্দিরে গিয়ে ভগবানকে কিছু ফল এবং ফুল নিবেদন করে, কারণ তারা *ভগবদ্গীতা* থেকে জানতে পেরেছে, ভক্ত যদি কিছু ফল এবং ফুল ভগবানকে নিবেদন করেন, তা হলে ভগবান তা গ্রহণ করেন। *ভগবদ্গীতায়* (৯/২৬) ভগবান বলেছেন—

পত্রং পুষ্পং ফলং তোয়ং যো মে ভক্ত্যা প্রযচ্ছতি ।
তদহং ভক্ত্যুপহৃতমশ্নামি প্রযতাত্মনঃ ॥

"যে বিশুদ্ধচিত্ত নিষ্কাম ভক্ত আমাকে ভক্তিপূর্বক পত্র, পুষ্প, ফল ও জল অর্পণ করেন, আমি তাঁর সেই ভক্তিপ্লুত উপহার প্রীতি সহকারে গ্রহণ করি।" এইভাবে বণিকের মনোবৃত্তি সম্পন্ন মানুষ মনে করে যে, সে যদি কেবল একটি ফল এবং ফুল নিবেদন করে তার বিনিময়ে অনেক ধন সম্পদ লাভ করতে পারে, তা হলে সেটি খুব ভাল ব্যবসা। এই প্রকার মানুষেরা শুদ্ধ ভক্ত নয়। যেহেতু তাদের বাসনা শুদ্ধ নয়, তাই তারা মন্দিরে গিয়ে ভগবদ্ভক্তির অভিনয় করলেও তারা বণিক মাত্র। *সর্বোপাধিবিনির্মুক্তং তৎপরত্বেন নির্মলম্*—কেউ যখন সম্পূর্ণরূপে জড় বাসনা থেকে মুক্ত হন, তখনই কেবল তিনি শুদ্ধ হতে পারেন, এবং সেই শুদ্ধ অবস্থাতেই কেবল ভগবানের সেবা করা সম্ভব। *হৃষীকেণ হৃষীকেশসেবনং ভক্তিরুচ্যতে।* এটিই শুদ্ধ ভগবদ্ভক্তির স্তর।

শ্লোক ৫

আশাসানো ন বৈ ভৃত্যঃ স্বামিন্যাশিষ আত্মনঃ ।
ন স্বামী ভৃত্যতঃ স্বাম্যমিচ্ছন্ যো রাতি চাশিষঃ ॥ ৫ ॥

আশাসানঃ—(সেবার বিনিময়ে) কোন কিছু কামনা করে; **ন**—না; **বৈ**—বস্তুতপক্ষে; **ভৃত্যঃ**—ভগবানের শুদ্ধ ভক্ত বা যোগ্য সেবক; **স্বামিনি**—প্রভুর থেকে; **আশিষঃ**—জাগতিক লাভ; **আত্মনঃ**—নিজের ইন্দ্রিয়তৃপ্তির জন্য; **ন**—না; **স্বামী**—প্রভু; **ভৃত্যতঃ**—সেবক থেকে; **স্বাম্যম্**—প্রভু হওয়ার মর্যাদা সমন্বিত পদ; **ইচ্ছন্**—বাসনা করে; **যঃ**—এই প্রকার যে প্রভু; **রাতি**—প্রদান করেন; **চ**—ও; **আশিষঃ**—জড়-জাগতিক লাভ।

অনুবাদ

যে ভৃত্য তার সেবার বিনিময়ে প্রভুর কাছ থেকে কোন রকম জাগতিক লাভের বাসনা করে, সে যোগ্য সেবক বা শুদ্ধ ভক্ত নয়। তেমনই, যে প্রভু তার প্রভুত্বের মর্যাদা বজায় রাখার জন্য তার ভৃত্যকে জড়-জাগতিক লাভ প্রদান করেন, তিনিও শুদ্ধ প্রভু নন।

তাৎপর্য

ভগবদ্গীতায় (৭/২০) উল্লেখ করা হয়েছে, *কামৈস্তৈস্তৈর্হৃতজ্ঞানাঃ প্রপদ্যন্তেঽন্যদেবতাঃ*—"যাদের মনোবৃত্তি কামের দ্বারা বিকৃত হয়েছে, তারা দেবতাদের শরণাগত হয়।" দেবতারা কখনও প্রভু হতে পারেন না, কারণ প্রকৃত প্রভু হচ্ছেন পরমেশ্বর ভগবান। দেবতারা তাদের প্রভুত্ব বজার রাখার জন্য তাঁদের পূজকদের বাসনা অনুসারে বর প্রদান করেন। যেমন, এক সময় এক অসুর শিবের কাছ থেকে বর লাভ করেছিল যে, যারই মাথায় সে হাত রাখবে, তৎক্ষণাৎ তার মৃত্যু হবে। দেবতাদের কাছ থেকে এই রকম বর পাওয়া সম্ভব। কিন্তু কেউ যদি ভগবানের আরাধনা করেন, তা হলে ভগবান তাঁকে কখনও এই প্রকার নিন্দনীয় বর প্রদান করবেন না। পক্ষান্তরে, *শ্রীমদ্ভাগবতে* (১০/৮৮/৮) বলা হয়েছে, *যস্যাহমনুগৃহ্ণামি হরিষ্যে তদ্ধনং শনৈঃ।* কেউ যদি অত্যন্ত বিষয়াসক্ত হন অথচ সেই সঙ্গে ভগবানের সেবক হতে চান, তা হলে ভগবান তাঁর ভক্তের প্রতি অসীম করুণাবশত তার সমস্ত জড় ঐশ্বর্য হরণ করে নেন এবং তাকে শুদ্ধ ভক্ত হতে বাধ্য করেন। প্রহ্লাদ মহারাজ শুদ্ধ ভক্ত এবং শুদ্ধ প্রভুর পার্থক্য বর্ণনা করেছেন।

ভগবান হচ্ছেন শুদ্ধ প্রভু—পরম প্রভু, এবং তাঁর জড় বাসনা রহিত অনন্য ভক্ত হচ্ছেন তাঁর শুদ্ধ ভৃত্য। জড় বাসনা সমন্বিত ব্যক্তি কখনও ভৃত্য হতে পারে না, এবং যিনি তাঁর পদমর্যাদা বজায় রাখার জন্য অনর্থক তাঁর ভৃত্যকে আশীর্বাদ প্রদান করেন, তিনিও প্রকৃত প্রভু নন।

শ্লোক ৬

অহং ত্বকামস্ত্বদ্ভক্তস্ত্বং চ স্বাম্যনপাশ্রয়ঃ ।
নান্যথেহাবয়োরর্থো রাজসেবকয়োরিব ॥ ৬ ॥

অহম্—আমি; **তু**—বস্তুতপক্ষে; **অকামঃ**—নিষ্কাম; **ত্বৎ-ভক্তঃ**—নিষ্কামভাবে আপনার প্রতি পূর্ণরূপে আসক্ত; **ত্বম্ চ**—আপনিও; **স্বামী**—প্রকৃত প্রভু; **অনপাশ্রয়ঃ**—নিষ্কামভাবে (আপনি কোন উদ্দেশ্য নিয়ে প্রভু হন না); **ন**—না; **অন্যথা**—প্রভু-ভৃত্যের সম্পর্ক বিনা; **ইহ**—এখানে; **আবয়োঃ**—আমাদের; **অর্থঃ**—কোন স্বার্থ (ভগবান শুদ্ধ প্রভু এবং প্রহ্লাদ মহারাজ নিষ্কাম শুদ্ধ ভক্ত); **রাজ**—রাজার; **সেবকয়োঃ**—এবং সেবকের; **ইব**—সদৃশ (ঠিক যেমন রাজা সেবকের লাভের জন্য কর গ্রহণ করেন অথবা রাজার লাভের জন্য প্রজারা কর প্রদান করেন)।

অনুবাদ

হে প্রভু, আমি আপনার নিষ্কাম সেবক, এবং আপনি আমার নিত্য প্রভু। আমাদের প্রভু এবং ভৃত্য হওয়া ব্যতীত অন্য কিছু হওয়ার প্রয়োজন নেই। আপনি প্রকৃতই আমার প্রভু এবং আমি স্বভাবতই আপনার সেবক। আমাদের আর অন্য কোন সম্পর্ক নেই।

তাৎপর্য

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু বলেছেন, *জীবের 'স্বরূপ' হয়—কৃষ্ণের 'নিত্যদাস'*। *ভগবদ্গীতায়* (৫/২৯) শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন, *ভোক্তারং যজ্ঞতপসাং সর্বলোকমহেশ্বরম্*—"আমি সমস্ত লোকের ঈশ্বর, এবং আমিই পরম ভোক্তা।" এটিই ভগবানের স্বাভাবিক স্থিতি, এবং জীবের স্বাভাবিক স্থিতি হচ্ছে ভগবানের শরণাগত হওয়া (*সর্বধর্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ*)। এই সম্পর্ক যদি বজায় থাকে, তা হলে প্রভু এবং ভৃত্যের মধ্যে বাস্তবিক সুখ নিত্য বিরাজ করে। দুর্ভাগ্যবশত, সেই নিত্য সম্পর্ক যখন ব্যাহত হয়, তখন সে পৃথকভাবে সুখী হতে চায় এবং তার প্রভুকে তার আজ্ঞাবাহক

বলে মনে করে। এইভাবে সে কখনও সুখী হতে পারে না, এবং প্রভুরও কর্তব্য নয় তাঁর ভৃত্যের আদেশ পালন করা। তিনি যদি তা করেন, তা হলে তিনি প্রকৃত প্রভু নন। প্রকৃত প্রভু আদেশ দেন, "তোমাকে এটা করতেই হবে," এবং প্রকৃত সেবক তৎক্ষণাৎ সেই আদেশ পালন করেন। ভগবান এবং তাঁর অধীনস্থ জীবের মধ্যে এই সম্পর্ক প্রতিষ্ঠিত না হলে, প্রকৃত সুখ প্রাপ্ত হওয়া যায় না। জীব *আশ্রয়* বা অধীন তত্ত্ব, এবং ভগবান *বিষয়* বা জীবনের চরম লক্ষ্য। দুর্ভাগ্যবশত যারা এই জড় জগতের বন্ধনে আবদ্ধ আছে, তারা সেই কথা জানে না। *ন তে বিদুঃ স্বার্থগতিং হি বিষ্ণুম্*—জড়া প্রকৃতির দ্বারা মোহিত হয়ে এই জড় জগতে সকলেই ভুলে গেছে যে, জীবনের চরম লক্ষ্য হচ্ছে ভগবান শ্রীবিষ্ণুর শরণাগত হওয়া।

আরাধনানাং সর্বেষাং বিষ্ণোরারাধনং পরম্ ।
তস্মাৎ পরতরং দেবি তদীয়ানাং সমর্চনম্ ॥

পদ্মপুরাণে শিব তাঁর পত্নী পার্বতীকে বলেছেন যে, জীবনের পরম লক্ষ্য হচ্ছে ভগবান শ্রীবিষ্ণুর সন্তুষ্টি বিধান করা, এবং তাঁর সন্তুষ্টি বিধানের একমাত্র উপায় হচ্ছে তাঁর ভক্তের প্রসন্নতা বিধান করা। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু তাই শিক্ষা দিয়েছেন, *গোপীভর্তুঃ পদকমলয়োর্দাসদাসানুদাসঃ।* দাসের অনুদাস হওয়াই কর্তব্য। প্রহ্লাদ মহারাজও ভগবান নৃসিংহদেবের কাছে প্রার্থনা করেছেন যে, তিনি যেন তাঁকে তাঁর সেবায় যুক্ত করেন। এটিই ভগবদ্ভক্তির পন্থা। ভক্ত যখন ভগবানকে তাঁর আজ্ঞাবাহক বানাতে চায়, তখনও ভগবান সেই স্বার্থপর ভক্তের প্রভু হতে অস্বীকার করেন। *ভগবদ্গীতায়* (৪/১১) ভগবান বলেছেন, *যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে তাংস্তথৈব ভজাম্যহম্*—"মানুষ যেভাবে আমার শরণ গ্রহণ করে, আমি সেইভাবে তাকে পুরস্কৃত করি।" বিষয়াসক্ত ব্যক্তিরা সাধারণত জড়-জাগতিক লাভের আকাঙ্ক্ষী। মানুষ যতক্ষণ এই প্রকার কলুষিত অবস্থায় থাকে, ততক্ষণ সে ভগবদ্ধামে ফিরে যাওয়ার সৌভাগ্য অর্জন করতে পারে না।

শ্লোক ৭

যদি দাস্যসি মে কামান্ বরাংস্ত্বং বরদর্ষভ ।
কামানাং হৃদ্যসংরোহং ভবতস্তু বৃণে বরম্ ॥ ৭ ॥

যদি—যদি; **দাস্যসি**—দান করতে চান; **মে**—আমাকে; **কামান্**—ঈপ্সিত বস্তু; **বরান্**—আপনার আশীর্বাদরূপে; **ত্বম্**—আপনি; **বরদ-ঋষভ**—যে কোন বর প্রদানে

সক্ষম ভগবান; **কামানাম্**—জড় সুখের সমস্ত বাসনার; **হৃদি**—আমার হৃদয়ে; **অসংরোহম্**—অনুৎপত্তি; **ভবতঃ**—আপনার থেকে; **তু**—তা হলে; **বৃণে**—আমি প্রার্থনা করি; **বরম্**—এই প্রকার বর।

অনুবাদ

হে ভগবান, হে সর্বশ্রেষ্ঠ বরদাতা, আপনি যদি আমাকে আমার অভীষ্ট বর প্রদান করতে চান, তা হলে আমি আপনার কাছে প্রার্থনা করি, যেন আমার হৃদয়ে কোন জড় বাসনার উদয় না হয়।

তাৎপর্য

কিভাবে ভগবানের কাছে বর প্রার্থনা করতে হয়, সেই সম্বন্ধে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু আমাদের শিক্ষা দিয়েছেন। তিনি বলেছেন—

ন ধনং ন জনং ন সুন্দরীং
কবিতাং বা জগদীশ কাময়ে ।
মম জন্মনি জন্মনীশ্বরে
ভবতাদ্ভক্তিরহৈতুকী ত্বয়ি ॥

"হে ভগবান, আমি আপনার কাছে ধন চাই না, কোন অনুগামী চাই না, সুন্দরী স্ত্রী চাই না, কারণ এই সবই জড় বাসনা। আমি কেবল আপনার কাছে এই প্রার্থনা করি যেন জন্ম-জন্মান্তরে, সমস্ত পরিস্থিতিতেই, আমি আপনার দিব্য প্রেমময়ী সেবা থেকে কখনও বঞ্চিত না হই।" ভক্তেরা মায়াবাদীদের মতো ভ্রান্ত স্থিতিতে অবস্থান করেন না, তাঁরা বাস্তবিক স্থিতিতে অধিষ্ঠিত। মায়াবাদীরা মনে করে যে, সব কিছুই নির্বিশেষ অথবা শূন্য, কিন্তু ভক্তদের দৃষ্টিতে সব কিছুই পূর্ণ। কেউই শূন্যে থাকতে পারে না; পক্ষান্তরে, সকলকেই কিছু না কিছুতে যুক্ত হতে হয়। তাই ভক্ত কিছু না কিছু চান, এবং ভক্তের এই সম্পদ অত্যন্ত সুন্দরভাবে বর্ণনা করে প্রহ্লাদ মহারাজ বলেছেন, "আমাকে যদি আপনার কাছ থেকে কোন বর গ্রহণ করতেই হয়, তা হলে আমি প্রার্থনা করি যে, আমার হৃদয়ে যেন কোন জড় বাসনা না থাকে।" ভগবানকে সেবা করার বাসনা মোটেই জড় নয়।

শ্লোক ৮

ইন্দ্রিয়াণি মনঃ প্রাণ আত্মা ধর্মো ধৃতির্মতিঃ ।
হ্রীঃ শ্রীস্তেজঃ স্মৃতিঃ সত্যং যস্য নশ্যন্তি জন্মনা ॥ ৮ ॥

ইন্দ্রিয়াণি—ইন্দ্রিয়সমূহ; **মনঃ**—মন; **প্রাণঃ**—প্রাণবায়ু; **আত্মা**—দেহ; **ধর্মঃ**—ধর্ম; **ধৃতিঃ**—ধৈর্য; **মতিঃ**—বুদ্ধি; **হ্রীঃ**—লজ্জা; **শ্রীঃ**—ঐশ্বর্য; **তেজঃ**—বল; **স্মৃতিঃ**—স্মরণশক্তি; **সত্যম্**—সত্য; **যস্য**—যে সমস্ত কাম-বাসনার; **নশ্যন্তি**—বিনষ্ট হয়; **জন্মনা**—জন্ম থেকে।

অনুবাদ

হে ভগবান, জন্ম থেকেই কাম-বাসনার ফলে মানুষের ইন্দ্রিয়, মন, প্রাণ, দেহ, ধর্ম, ধৈর্য, বুদ্ধি, লজ্জা, ঐশ্বর্য, বল, স্মৃতি এবং সত্য, সব কিছুই নষ্ট হয়ে যায়।

তাৎপর্য

শ্রীমদ্ভাগবতে বলা হয়েছে *কামং হৃদ্‌রোগম্*। বৈষয়িক জীবনের অর্থ, কাম নামক এক ভয়ঙ্কর রোগের দ্বারা আক্রান্ত জীবন। মুক্তির অর্থ হচ্ছে কামবাসনা থেকে মুক্ত হওয়া, কারণ এই বাসনার ফলেই বার বার জন্ম এবং মৃত্যুর চক্রে আবর্তিত হতে হয়। যতক্ষণ পর্যন্ত কামবাসনা অতৃপ্ত থাকে, ততক্ষণ জীবকে বার বার জন্মগ্রহণ করতে হয়। তাই জড় বাসনার ফলে মানুষ নানা প্রকার কর্মের অনুষ্ঠান করে এবং বিভিন্ন প্রকার শরীর প্রাপ্ত হয়ে তার অতৃপ্ত বাসনা পূর্ণ করার চেষ্টা করে। এই রোগের একমাত্র ঔষধ হচ্ছে ভগবদ্ভক্তি, যার শুরু হয় সমস্ত জড় বাসনা থেকে মুক্ত হওয়ার স্তর থেকে। *অন্যাভিলাষিতাশূন্যম্*। *অন্যাভিলাষিতা* শব্দটির অর্থ হচ্ছে 'জড় বাসনা,' এবং *শূন্যম্* শব্দের অর্থ 'মুক্ত হওয়া'। জীবাত্মার চিন্ময় কার্যকলাপ এবং চিন্ময় বাসনা রয়েছে, যার বর্ণনা করে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু বলেছেন—*মম জন্মনি জন্মনীশ্বরে ভবতাদ্ভক্তিরহৈতুকী ত্বয়ি*। শুদ্ধ ভক্তিতে ভগবানের সেবা করাই একমাত্র চিন্ময় বাসনা। কিন্তু এই চিন্ময় বাসনা পূর্ণ করতে হলে সমস্ত জড় বাসনা থেকে মুক্ত হতে হয়। বাসনা রহিত হওয়ার অর্থ হচ্ছে জড় বাসনা থেকে মুক্ত হওয়া। তার বর্ণনা করে শ্রীল রূপ গোস্বামী বলেছেন *অন্যাভিলাষিতাশূন্যম্*। জড় বাসনার উদয় হওয়া মাত্রই জীব তার চিন্ময় স্বরূপ হারিয়ে ফেলে। তখন তার ইন্দ্রিয়, দেহ, ধর্ম, ধৈর্য, বুদ্ধি, সব কিছুই তার মূল কৃষ্ণভাবনা থেকে বিচ্যুত হয়। জড় বাসনার উদয় হওয়া মাত্রই জীব আর তার ইন্দ্রিয়, বুদ্ধি, মন ইত্যাদি ভগবানের সন্তুষ্টি বিধানের জন্য যথাযথভাবে ব্যবহার করতে পারে না। মায়াবাদীরা নির্বিশেষ, ইন্দ্রিয়হীন, মনহীন হতে চায়, কিন্তু তা কখনও সম্ভব নয়। জীবের ধর্মই হচ্ছে বাসনা, অভিলাষ ইত্যাদি নিয়ে সর্বদা জীবিত থাকা। কিন্তু, সেগুলিকে পবিত্র করতে হয়, যাতে জড় কলুষ থেকে মুক্ত হয়ে

চিন্ময় বাসনা এবং চিন্ময় অভিলাষ করা যায়। প্রতিটি জীবের মধ্যেই এই প্রবণতাগুলি রয়েছে, কারণ সে হচ্ছে জীব। কিন্তু জীব যখন জড় কলুষের দ্বারা কলুষিত হয়, তখন তাকে জড়া প্রকৃতির হস্তে জন্ম-মৃত্যু-জরা-ব্যাধির দুঃখভোগ করতে হয়। কেউ যদি জন্ম-মৃত্যুর চক্র থেকে উদ্ধার লাভ করতে চায়, তা হলে তাকে অবশ্যই ভগবদ্ভক্তির পন্থা অবলম্বন করতে হবে।

সর্বোপাধিবিনির্মুক্তং তৎপরত্বেন নির্মলম্ ।
হৃষীকেণ হৃষীকেশসেবনং ভক্তিরুচ্যতে ॥

"ভগবদ্ভক্তির অর্থ হচ্ছে নিজের সমস্ত ইন্দ্রিয়গুলি ইন্দ্রিয়ের অধীশ্বর ভগবানের সেবায় যুক্ত করা। জীবাত্মা যখন ভগবানের সেবায় যুক্ত হয়, তখন তার দুটি লাভ হয়—এক, সমস্ত জড় উপাধি থেকে মুক্তি, এবং দুই, ইন্দ্রিয়ের নির্মলত্ব।"

শ্লোক ৯

বিমুঞ্চতি যদা কামান্ মানবো মনসি স্থিতান্ ।
তর্হ্যেব পুণ্ডরীকাক্ষ ভগবত্ত্বায় কল্পতে ॥ ৯ ॥

বিমুঞ্চতি—ত্যাগ করেন; **যদা**—যখনই; **কামান্**—সমস্ত জড় বাসনা; **মানবঃ**—মানব-সমাজ; **মনসি**—মনের ভিতর; **স্থিতান্**—অবস্থিত; **তর্হি**—তখনই কেবল; **এব**—বস্তুতপক্ষে; **পুণ্ডরীকাক্ষ**—হে কমলনয়ন ভগবান; **ভগবত্ত্বায়**—ভগবানেরই মতো ঐশ্বর্যশালী হতে; **কল্পতে**—যোগ্য হয়।

অনুবাদ

হে ভগবান, মানুষ যখন তার মনের সমস্ত জড় বাসনা পরিত্যাগ করতে সক্ষম হয়, তখন সে আপনারই মতো ঐশ্বর্য লাভ করার যোগ্য হয়।

তাৎপর্য

নাস্তিকেরা কখনও কখনও ভক্তদের সমালোচনা করে বলে, "যদি আপনারা ভগবানের কাছ থেকে কোন বর গ্রহণ করতে না চান এবং যদি ভগবানের সেবক ভগবানেরই মতো ঐশ্বর্যশালী হন, তা হলে আপনারা ভগবানের সেবকরূপে তাঁর সেবায় যুক্ত হওয়ার বর প্রার্থনা করেন কেন?" শ্রীল শ্রীধর স্বামী তাঁর টীকায়

লিখেছেন—*ভগবত্ত্বায় ভগবৎসমান্ ঐশ্বর্য্যায়।* *ভগবত্ত্ব অর্থাৎ* ভগবানের মতো হওয়ার অর্থ ভগবানের সঙ্গে এক হওয়া বা ভগবানের সমান হওয়া নয়, যদিও চিৎ-জগতে ভৃত্য প্রভুরই মতো সমান ঐশ্বর্য সমন্বিত। ভগবানের সেবক ভগবানের দাস, সখা, পিতা, মাতা অথবা প্রেয়সীরূপে ভগবানের সেবায় যুক্ত, এবং তাঁরা সকলেই ভগবানেরই মতো ঐশ্বর্য সমন্বিত। *এটি অচিন্ত্য-ভেদাভেদ-তত্ত্ব।* প্রভু এবং ভৃত্য ভিন্ন কিন্তু তাঁরা সমান ঐশ্বর্য সমন্বিত। এটিই যুগপৎ ভগবানের থেকে ভিন্ন এবং অভিন্ন হওয়ার অর্থ।

শ্লোক ১০

ওঁ নমো ভগবতে তুভ্যং পুরুষায় মহাত্মনে ।
হরয়েঽদ্ভুতসিংহায় ব্রহ্মণে পরমাত্মনে ॥ ১০ ॥

ওঁ—হে পরমেশ্বর ভগবান; **নমঃ**—আমি আমার সশ্রদ্ধ প্রণতি নিবেদন করি; **ভগবতে**—পরমেশ্বরকে; **তুভ্যম্**—আপনাকে; **পুরুষায়**—পরম পুরুষকে; **মহাত্মনে**—পরমাত্মাকে; **হরয়ে**—ভক্তের সমস্ত দুঃখ দূরকারী শ্রীহরিকে; **অদ্ভুত-সিংহায়**—অদ্ভুত সিংহরূপী ভগবান নৃসিংহদেবকে; **ব্রহ্মণে**—পরব্রহ্মকে; **পরমাত্মনে**—পরমাত্মাকে।

অনুবাদ

হে ষড়ৈশ্বর্যপূর্ণ পরমেশ্বর ভগবান! হে পরমাত্মা, সকল দুঃখহন্তা! হে অদ্ভুত নরসিংহ রূপধারী পরম পুরুষ, আমি আপনাকে আমার সশ্রদ্ধ প্রণতি নিবেদন করি।

তাৎপর্য

পূর্ববর্তী শ্লোকে প্রহ্লাদ মহারাজ বিশ্লেষণ করেছেন যে, ভক্ত ভগবত্ত্ব প্রাপ্ত হতে পারেন, কিন্তু তার অর্থ এই নয় যে, ভক্ত আর তখন দাস থাকে না। ভগবানের শুদ্ধ ভক্ত ভগবানেরই মতো ঐশ্বর্য সমন্বিত হলেও ভগবানের উদ্দেশ্যে সর্বদাই তাঁর সশ্রদ্ধ প্রণতি নিবেদন করেন এবং তাঁর সেবা করেন। প্রহ্লাদ মহারাজ ভগবানকে শান্ত করছিলেন, কিন্তু তার অর্থ এই নয় যে, তিনি নিজেকে ভগবানের সমকক্ষ বলে মনে করেছিলেন। তিনি দাসরূপে তাঁর স্থিতি বর্ণনা করেছেন এবং ভগবানকে তাঁর সশ্রদ্ধ প্রণতি নিবেদন করেছেন।

শ্লোক ১১

শ্রীভগবানুবাচ
নৈকান্তিনো মে ময়ি জাত্বিহাশিষ
আশাসতেঽমুত্র চ যে ভবদ্বিধাঃ ।
তথাপি মন্বন্তরমেতদত্র
দৈত্যেশ্বরাণামনুভুঙ্ক্ষ ভোগান্ ॥ ১১ ॥

শ্রী-ভগবান্ উবাচ—ভগবান বললেন; **ন**—না; **একান্তিনঃ**—অনন্য ভক্তি ব্যতীত অন্য বাসনা বিহীন; **মে**—আমার থেকে; **ময়ি**—আমাকে; **জাতু**—যে কোন সময়ে; **ইহ**—এই জড় জগতে; **আশিষঃ**—আশীর্বাদ; **আশাসতে**—ঐকান্তিক ইচ্ছা; **অমুত্র**—পরজন্মে; **চ**—এবং; **যে**—এই প্রকার যে সমস্ত ভক্ত; **ভবৎ-বিধাঃ**—তোমার মতো; **তথাপি**—তবুও, **মন্বন্তরম্**—এক মনুর জীবনের অন্ত পর্যন্ত; **এতৎ**—এই; **অত্র**—এই জড় জগতে; **দৈত্য-ঈশ্বরাণাম্**—জড়বাদী ব্যক্তিদের ঐশ্বর্যের; **অনুভুঙ্ক্ষ**—তুমি ভোগ করতে পার; **ভোগান্**—সমস্ত জড় ঐশ্বর্য।

অনুবাদ

ভগবান বললেন—হে প্রিয় প্রহ্লাদ, তোমার মতো ভক্ত ইহলোকে অথবা পরলোকে, কোন প্রকার জড় ঐশ্বর্য বাসনা করে না। কিন্তু তা সত্ত্বেও আমি তোমাকে আদেশ দিচ্ছি যে, তুমি এই মন্বন্তর পর্যন্ত এখানে দৈত্যদের অধীশ্বর হয়ে, এই জড় জগতে তাদের সমস্ত ঐশ্বর্য উপভোগ কর।

তাৎপর্য

এক মনুর আয়ু একাত্তর চতুর্যুগ। প্রতিটি চতুর্যুগের স্থিতি ৪৩,০০,০০০ বৎসর। নাস্তিকেরা যদিও জড় ঐশ্বর্য ভোগ করার জন্য বহু চেষ্টা এবং বহু শক্তি ব্যয় করে বড় বড় বাড়ি, রাস্তা, নগরী এবং কলকারখানা বানায়, তবুও দুর্ভাগ্যবশত তারা আশি, নব্বই অথবা বড় জোর একশ বছরেরও বেশি বাঁচে না। বিষয়াসক্ত ব্যক্তিরা যদিও কঠোর পরিশ্রম করে এক অলীক সাম্রাজ্য সৃষ্টি করে, তবুও তারা কয়েক বছরের বেশি তা উপভোগ করতে পারে না। কিন্তু, প্রহ্লাদ মহারাজ যেহেতু ছিলেন ভগবানের ভক্ত, তাই ভগবান তাঁকে দৈত্যদের রাজারূপে জড় ঐশ্বর্য ভোগ করার অনুমতি দিয়েছিলেন। প্রহ্লাদ মহারাজ সর্বশ্রেষ্ঠ জড়বাদী হিরণ্যকশিপুর পরিবারে জন্মগ্রহণ করেছিলেন, এবং যেহেতু প্রহ্লাদ মহারাজ ছিলেন তাঁর পিতার

ন্যায্য উত্তরাধিকারী, তাই ভগবান তাঁকে তাঁর পিতার রাজ্য এত দীর্ঘকাল ধরে ভোগ করার অনুমতি দিয়েছিলেন যে, কোন জড়বাদী ব্যক্তি তা হিসাব পর্যন্ত করতে পারে না। ভক্তকে জড় ঐশ্বর্যের বাসনা করতে হয় না, কিন্তু তিনি যদি শুদ্ধ ভক্ত হন, তা হলে বিনা প্রচেষ্টায় তিনি অপরিসীম জড় সুখ ভোগ করার সুযোগ পান। তাই সর্ব অবস্থাতেই ভগবদ্ভক্তি সম্পাদন করার জন্য সকলকেই উপদেশ দেওয়া হয়েছে। কেউ যদি জড় ঐশ্বর্যও কামনা করেন, তা হলেও তিনি শুদ্ধ ভক্ত হতে পারেন এবং তার বাসনা পূর্ণ হবে। *শ্রীমদ্ভাগবতে* (২/৩/১০) বলা হয়েছে—

অকামঃ সর্বকামো বা মোক্ষকাম উদারধীঃ ।
তীব্রেণ ভক্তিযোগেন যজেত পুরুষং পরম্ ॥

"যে ব্যক্তির বুদ্ধি উদার, তিনি সব রকম জড় কামনাযুক্তই হোন, অথবা সমস্ত জড় বাসনা থেকে মুক্তই হোন, অথবা জড় জগতের বন্ধন থেকে মুক্তি লাভের প্রয়াসীই হোন, তাঁর কর্তব্য সর্বতোভাবে পরমেশ্বর ভগবানের আরাধনা করা।"

শ্লোক ১২

কথা মদীয়া জুষমাণঃ প্রিয়াস্ত্ব-
মাবেশ্য মামাত্মনি সন্তমেকম্ ।
সর্বেষু ভূতেষ্বধিযজ্ঞমীশং
যজস্ব যোগেন চ কর্ম হিন্বন্ ॥ ১২ ॥

কথাঃ—বাণী অথবা উপদেশ; **মদীয়াঃ**—আমার দ্বারা প্রদত্ত; **জুষমাণঃ**—সর্বদা শুনে অথবা বিচার করে; **প্রিয়াঃ**—অত্যন্ত প্রিয়; **ত্বম্**—তুমি; **আবেশ্য**—সম্পূর্ণরূপে মগ্ন হয়ে; **মাম্**—আমাকে; **আত্মনি**—তোমার অন্তরের অন্তঃস্তলে; **সন্তম্**—বিদ্যমান থেকে; **একম্**—এক (সেই পরমাত্মা); **সর্বেষু**—সমস্ত; **ভূতেষু**—জীবদের; **অধিযজ্ঞম্**—সমস্ত যজ্ঞের ভোক্তা; **ঈশম্**—ভগবানকে; **যজস্ব**—আরাধনা করেন; **যোগেন**—ভক্তিযোগের দ্বারা; **চ**—ও; **কর্ম**—সকাম কর্ম; **হিন্বন্**—পরিত্যাগ করে।

অনুবাদ

তুমি যে জড় জগতে রয়েছ তাতে কিছু যায় আসে না। তুমি সর্বদা আমার উপদেশ এবং বাণী শ্রবণ করে আমার চিন্তায় মগ্ন থেকো, কারণ আমিই

সকলের হৃদয়ে বিরাজমান পরমাত্মা। তাই সকাম কর্ম পরিত্যাগ করে আমার আরাধনা কর।

তাৎপর্য

ভক্ত যখন জাগতিক দৃষ্টিতে অত্যন্ত ঐশ্বর্যবান হন, তখন মনে করা উচিত নয় যে, তিনি তাঁর সকাম কর্মের ফল ভোগ করছেন। ভক্ত এই জড় জগতে তাঁর সমস্ত ঐশ্বর্য ভগবানের সেবায় ব্যবহার করেন, কারণ তিনি সর্বদা পরিকল্পনা করেন কিভাবে তাঁর ঐশ্বর্য দিয়ে তিনি ভগবানের সেবা করবেন, যে উপদেশ ভগবান স্বয়ং দিয়েছেন। তিনি তাঁর সমস্ত ঐশ্বর্য ভগবানের মহিমা প্রচারে এবং ভগবানের সেবায় ব্যবহার করেন। ভক্ত কর্মফল ভোগ করার জন্য কখনও সকাম কর্ম বা বৈদিক কর্মকাণ্ডের অনুষ্ঠান করেন না। পক্ষান্তরে, ভক্ত জানেন যে কর্মকাণ্ড অল্পবুদ্ধি-সম্পন্ন মানুষদের জন্য। নরোত্তম দাস ঠাকুর তাঁর *প্রেমভক্তিচন্দ্রিকায়* বলেছেন, *কর্মকাণ্ড, জ্ঞানকাণ্ড, কেবল বিষের ভাণ্ড*—কর্মকাণ্ড, এবং জ্ঞানকাণ্ড, দুটি বিষের ভাণ্ডের মতো। যারা কর্মকাণ্ড এবং জ্ঞানকাণ্ডের দ্বারা আকৃষ্ট হয়, তাদের মানবজন্ম ব্যর্থ হয়। তাই ভগবদ্ভক্ত কর্মকাণ্ড বা জ্ঞানকাণ্ডের প্রতি কখনই আগ্রহী না হয়ে, ভগবানের অনুকূল সেবাতে (*আনুকূল্যেন কৃষ্ণানুশীলনম্*), অথবা ভগবদ্ভক্তির চিন্ময় কার্যকলাপের অনুশীলনেই কেবল আগ্রহশীল হন।

শ্লোক ১৩

ভোগেন পুণ্যং কুশলেন পাপং
কলেবরং কালজবেন হিত্বা ।
কীর্তিং বিশুদ্ধাং সুরলোকগীতাং
বিতায় মামেষ্যসি মুক্তবন্ধঃ ॥ ১৩ ॥

ভোগেন—জড় সুখ অনুভবের দ্বারা; **পুণ্যম্**—পুণ্যকর্ম অথবা তার ফল; **কুশলেন**—পুণ্য আচরণের দ্বারা (সমস্ত পুণ্যকর্মের মধ্যে ভগবদ্ভক্তিই শ্রেষ্ঠ); **পাপম্**—সর্ব প্রকার পাপ; **কলেবরম্**—জড় দেহ; **কাল-জবেন**—পরম শক্তিশালী কালের দ্বারা; **হিত্বা**—ত্যাগ করে; **কীর্তিম্**—যশ; **বিশুদ্ধাম্**—দিব্য বা পূর্ণরূপে শুদ্ধ; **সুরলোক-গীতাম্**—দেবলোকেও বন্দনীয়; **বিতায়**—সমগ্র ব্রহ্মাণ্ডে বিস্তার করে; **মাম্**—আমাকে; **এষ্যসি**—তুমি ফিরে আসবে; **মুক্ত-বন্ধঃ**—সমস্ত বন্ধন থেকে মুক্ত হয়ে।

অনুবাদ

হে প্রহ্লাদ, এই জড় জগতে অবস্থানকালে তুমি তোমার সুখ অনুভবের দ্বারা পুণ্যকর্মের ফল এবং পুণ্য আচরণের দ্বারা পাপকর্মের ফল ক্ষয় করবে। শক্তিশালী কালের প্রভাবে তুমি তোমার দেহ ত্যাগ করবে, কিন্তু তোমার যশ স্বর্গলোকেও কীর্তিত হবে, এবং সম্পূর্ণরূপে বন্ধনমুক্ত হয়ে তুমি ভগবদ্ধামে আমার কাছে ফিরে আসবে।

তাৎপর্য

শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুর বলেছেন—*এবং প্রহ্লাদস্যাংশেন সাধনসিদ্ধত্বং নিত্যসিদ্ধত্বং চ নারদাদিবজ্জ্ঞেয়ম্।* দুই প্রকার ভক্ত রয়েছেন— *সাধনসিদ্ধ* এবং *নিত্যসিদ্ধ*। প্রহ্লাদ মহারাজ *মিশ্রসিদ্ধ*, অর্থাৎ, তিনি অংশত ভগবদ্ভক্তি সম্পাদনের প্রভাবে এবং অংশত তাঁর নিত্য-সিদ্ধত্বের ফলে সিদ্ধ। তার ফলে তাঁকে নারদ মুনির মতো ভক্তের সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে। পূর্বে নারদ মুনি ছিলেন দাসীপুত্র, এবং তাই তিনি তাঁর পরবর্তী জন্মে ভগবদ্ভক্তি সম্পাদনের ফলে সিদ্ধিলাভ করেছিলেন (*সাধনসিদ্ধি*)। তথাপি তিনিও *নিত্যসিদ্ধ*, কারণ তিনি কখনও ভগবানকে ভুলে যাননি।

কুশলেন শব্দটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এই জড় জগতে অত্যন্ত কৌশলে বাস করতে হয়। এই জড় জগৎকে দ্বৈতভাবের জগৎ বলা হয়, কারণ এখানে কখনও কখনও পাপাচরণ করতে হয় এবং কখনও পুণ্য আচরণ করতে হয়। মানুষ যদিও পাপাচরণ করতে চায় না, তবুও এই জগৎ এমনই যে, অনিচ্ছা সত্ত্বেও পাপাচরণ হয়ে যায়। তাই এই জগৎ সর্বদাই অত্যন্ত বিপজ্জনক (*পদম্ পদম্ যদ্‌বিপদাম্*)। তাই ভগবদ্ভক্তি সম্পাদন করার সময়েও ভক্তের অনেক শত্রু হয়ে যায়। প্রহ্লাদ মহারাজের সেই অভিজ্ঞতা হয়েছিল, কারণ তাঁর পিতা তাঁর শত্রুতে পরিণত হয়েছিল। ভক্তের কর্তব্য অত্যন্ত দক্ষতা সহকারে সর্বদা ভগবানের কথা চিন্তা করা, যার ফলে কোন রকম দুঃখ তাঁকে স্পর্শ না করতে পারে। এটিই দক্ষতা সহকারে পাপ-পুণ্যের নিয়ন্ত্রণ করার উপায়। প্রহ্লাদ মহারাজের মতো মহান ভক্ত সর্বদাই জীবন্মুক্ত; অর্থাৎ, তিনি এই জীবনেই, জড় শরীরে অবস্থানকালেও মুক্ত।

শ্লোক ১৪

য এতৎ কীর্তয়েন্মহ্যং ত্বয়া গীতমিদং নরঃ ।
ত্বাং চ মাং চ স্মরন্ কালে কর্মবন্ধাৎ প্রমুচ্যতে ॥ ১৪ ॥

যঃ—যে ব্যক্তি; **এতৎ**—এই কার্য; **কীর্তয়েৎ**—কীর্তন করে; **মহ্যম্**—আমাকে; **ত্বয়া**—তোমার দ্বারা; **গীতম্**—স্তোত্র; **ইদম্**—এই; **নরঃ**—মানুষ; **ত্বাম্**—তুমি; **চ**—এবং; **মাম্ চ**—আমাকেও; **স্মরন্**—স্মরণ করে; **কালে**—যথাসময়ে; **কর্ম-বন্ধাৎ**—কর্মের বন্ধন থেকে; **প্রমুচ্যতে**—মুক্ত হয়।

অনুবাদ

যে ব্যক্তি সর্বদা তোমার কার্যকলাপ স্মরণ করে এবং আমার কার্যকলাপও স্মরণ করে, এবং তোমার দ্বারা গীত এই স্তোত্র কীর্তন করে, সে যথাসময়ে কর্মবন্ধন থেকে মুক্ত হয়।

তাৎপর্য

এখানে উল্লেখ করা হয়েছে যে, কেউ যদি প্রহ্লাদ মহারাজের কার্যকলাপ, এবং প্রহ্লাদ মহারাজের সঙ্গে সম্পর্কিত নৃসিংহদেবের কার্যকলাপ স্মরণ করেন, তিনি ধীরে ধীরে সমস্ত সকাম কর্মের বন্ধন থেকে মুক্ত হবেন। সেই সম্পর্কে *ভগবদ্গীতায়* (২/১৫, ২/৫৬) বলা হয়েছে—

যং হি ন ব্যথয়ন্ত্যেতে পুরুষং পুরুষর্ষভ ।
সমদুঃখসুখং ধীরং সোঽমৃতত্বায় কল্পতে ॥

"হে পুরুষশ্রেষ্ঠ (অর্জুন), যে জ্ঞানী ব্যক্তি সুখ ও দুঃখ, শীত ও উষ্ণ আদি দ্বন্দ্বে বিচলিত হন না, তিনিই অমৃতত্ব লাভের প্রকৃত অধিকারি।"

দুঃখেষ্বনুদ্বিগ্নমনাঃ সুখেষু বিগতস্পৃহঃ ।
বীতরাগভয়ক্রোধঃ স্থিতধীর্মুনিরুচ্যতে ॥

"ত্রিতাপ দুঃখ উপস্থিত হলেও যাঁর মন উদ্বিগ্ন হয় না, সুখ উপস্থিত হলেও যাঁর স্পৃহা হয় না, এবং যিনি অনুরাগ, ভয় ও ক্রোধ থেকে মুক্ত, তিনিই স্থিতধী অর্থাৎ স্থিতপ্রজ্ঞ।" ভগবদ্ভক্তের বিষম পরিস্থিতিতে উদ্বিগ্ন হওয়া উচিত নয়, এবং ঐশ্বর্য লাভে অত্যধিক প্রসন্ন হওয়া উচিত নয়। এটিই দক্ষতা সহকারে জড়-জাগতিক জীবন নির্বাহ করার পন্থা। ভক্ত যেহেতু জানেন কিভাবে দক্ষতা সহকারে তাঁর জীবন পরিচালিত করতে হয়, তাই তাঁকে বলা হয় জীবন্মুক্ত। শ্রীল রূপ গোস্বামী *ভক্তিরসামৃতসিন্ধু* গ্রন্থে বিশ্লেষণ করেছেন—

ঈহা যস্য হরের্দাস্যে কর্মণা মনসা গিরা ।
নিখিলাস্বপ্যবস্থাসু জীবন্মুক্তঃ স উচ্যতে ॥

"কৃষ্ণভাবনাময় ব্যক্তি (অথবা কৃষ্ণসেবায় যুক্ত ব্যক্তি) তাঁর দেহ, মন, বুদ্ধি এবং বাণীর দ্বারা সর্বতোভাবে ভগবান শ্রীকৃষ্ণেরই সেবা করেন। তাই এই জগতে অবস্থানকালেও তথাকথিত জড়-জাগতিক কার্যকলাপে যুক্ত রয়েছেন বলে মনে হলেও, তিনি মুক্ত।" ভগবদ্ভক্ত যেহেতু সর্বদাই ভগবানের সেবায় যুক্ত থাকেন, তাই জীবনের যে কোন অবস্থাতেই তিনি সমস্ত জড় বন্ধন থেকে মুক্ত।

ভক্তিঃ পুনাতি মন্নিষ্ঠা শ্বপাকানপি সম্ভবাৎ ।

"শ্বপচ কুলোদ্ভূত ব্যক্তিও যদি ভগবানের প্রতি ভক্তিপরায়ণ হন, তা হলে তিনিও পবিত্র হয়ে যান।" (*ভাগবত* ১১/১৪/২১) প্রহ্লাদ মহারাজের শুদ্ধ জীবন এবং কার্যকলাপ কীর্তন করার ফলে, যে কোন ব্যক্তি তার কর্মফলের বন্ধন থেকে যে মুক্ত হতে পারেন, তার সমর্থনে শ্রীল জীব গোস্বামী এই শ্লোকটির উদ্ধৃতি দিয়েছেন।

শ্লোক ১৫-১৭

শ্রীপ্রহ্লাদ উবাচ

বরং বরয় এতৎ তে বরদেশান্মহেশ্বর ।
যদনিন্দৎ পিতা মে ত্বামবিদ্বাংস্তেজ ঐশ্বরম্ ॥ ১৫ ॥
বিদ্ধামর্ষাশয়ঃ সাক্ষাৎ সর্বলোকগুরুং প্রভুম্ ।
ভ্রাতৃহেতি মৃষাদৃষ্টিস্ত্বদ্ভক্তে ময়ি চাঘবান্ ॥ ১৬ ॥
তস্মাৎ পিতা মে পূয়েত দুরন্তাদ্ দুস্তরাদঘাৎ ।
পূতস্তেঽপাঙ্গসংদৃষ্টস্তদা কৃপণবৎসল ॥ ১৭ ॥

শ্রী-প্রহ্লাদঃ উবাচ—প্রহ্লাদ মহারাজ বললেন; **বরম্**—বর; **বরয়ে**—আমি প্রার্থনা করি; **এতৎ**—এই; **তে**—আপনার কাছ থেকে; **বরদ-ঈশাৎ**—ব্রহ্মা, শিব আদি মহান দেবতাদেরও যিনি বর প্রদান করেন, সেই ভগবানকে; **মহা-ঈশ্বর**—হে পরমেশ্বর; **যৎ**—যা; **অনিন্দৎ**—নিন্দিত; **পিতা**—পিতা; **মে**—আমার; **ত্বাম্**—আপনি; **অবিদ্বান্**—জ্ঞানহীন; **তেজঃ**—বল; **ঐশ্বরম্**—শ্রেষ্ঠত্ব; **বিদ্ধ**—কলুষিত হয়ে; **অমর্ষ**—ক্রোধ সহকারে; **আশয়ঃ**—হৃদয়ের অভ্যন্তরে; **সাক্ষাৎ**—প্রত্যক্ষভাবে; **সর্ব-লোক-গুরুম্**—সমস্ত জীবের পরম গুরুকে; **প্রভুম্**—পরম প্রভুকে; **ভ্রাতৃহা**—ভ্রাতৃঘাতী; **ইতি**—এইভাবে; **মৃষা-দৃষ্টিঃ**—ভ্রান্ত ধারণার ফলে মাৎসর্য পরায়ণ; **ত্বৎ-ভক্তে**—আপনার ভক্তকে; **ময়ি**—আমাকে; **চ**—এবং; **অঘবান্**—মহাপাপী;

তস্মাৎ—তা থেকে; **পিতা**—পিতা; **মে**—আমার; **পূয়েত**—পবিত্র হতে পারে; **দুরন্তাৎ**—অতি মহান; **দুস্তরাৎ**—দুস্তর; **অঘাৎ**—সমস্ত পাপকর্ম থেকে; **পূতঃ**—পবিত্র; **তে**—আপনার; **অপাঙ্গ**—দৃষ্টিপাতের দ্বারা; **সংদৃষ্টঃ**—দৃষ্ট হয়ে; **তদা**—তখন; **কৃপণ-বৎসল**—বিষয়াসক্ত ব্যক্তিদের প্রতি কৃপাপরায়ণ।

অনুবাদ

প্রহ্লাদ মহারাজ বললেন—হে পরমেশ্বর, আপনি যেহেতু অধঃপতিত জীবদের প্রতি অত্যন্ত কৃপাময়, তাই আমি আপনার কাছে কেবল একটি বর প্রার্থনা করি। আমি জানি যে আমার পিতা মৃত্যুর সময় আপনার দৃষ্টিপাতের প্রভাবে পবিত্র হয়েছেন, কিন্তু আপনার অপূর্ব শক্তি এবং শ্রেষ্ঠত্ব সম্বন্ধে অজ্ঞ থাকার ফলে তিনি ভ্রান্তভাবে আপনাকে তাঁর ভ্রাতৃঘাতী বলে মনে করে অনর্থক আপনার প্রতি ক্রুদ্ধ হয়েছিলেন। তার ফলে তিনি সমস্ত জীবের পরম গুরু আপনাকে প্রত্যক্ষভাবে নিন্দা করেছেন এবং আপনার ভক্ত আমার প্রতি পাপাচরণ করেছেন। সেই সমস্ত দুস্তর পাপ থেকে আপনি তাঁকে পবিত্র করুন।

তাৎপর্য

হিরণ্যকশিপু যদিও ভগবানের অঙ্কের সংস্পর্শে আসা মাত্রই এবং ভগবানের দৃষ্টিপাত লাভ করা মাত্রই পবিত্র হয়েছিলেন, তবুও প্রহ্লাদ মহারাজ ভগবানের শ্রীমুখ থেকে শুনতে চেয়েছিলেন যে, তাঁর পিতা ভগবানের অহৈতুকী কৃপার প্রভাবে পবিত্র হয়েছেন। প্রহ্লাদ মহারাজ তাঁর পিতার জন্য ভগবানের কাছে এই প্রার্থনা নিবেদন করেছিলেন। তাঁর পিতা যদিও নানাভাবে তাঁকে নির্যাতন করেছিল, তবুও বৈষ্ণব হওয়ার ফলে প্রহ্লাদ মহারাজ তাঁর প্রতি তাঁর পিতার বাৎসল্য ভুলতে পারেননি।

শ্লোক ১৮

শ্রীভগবানুবাচ

ত্রিঃসপ্তভিঃ পিতা পূতঃ পিতৃভিঃ সহ তেঽনঘ ।
যৎ সাধোঽস্য কুলে জাতো ভবান্ বৈ কুলপাবনঃ ॥ ১৮ ॥

শ্রী-ভগবান্ উবাচ—ভগবান বললেন; **ত্রিঃ-সপ্তভিঃ**—সাতের তিন গুণ অর্থাৎ একুশ; **পিতা**—পিতা; **পূতঃ**—পবিত্র; **পিতৃভিঃ**—তোমার পূর্বপুরুষগণ; **সহ**—সহ; **তে**—

তোমার; **অনঘ**—হে নিষ্পাপ (প্রহ্লাদ মহারাজ); **যৎ**—যেহেতু; **সাধো**—হে পরম সাধু; **অস্য**—এই ব্যক্তির; **কুলে**—বংশে; **জাতঃ**—জন্মগ্রহণ করে; **ভবান্**—তুমি; **বৈ**—বস্তুতপক্ষে; **কুল-পাবনঃ**—সমগ্র বংশ পবিত্রকারী।

অনুবাদ

ভগবান বললেন—হে প্রহ্লাদ, হে পরম পবিত্র সাধু, তোমার পিতা পূর্বতন একবিংশতি পুরুষ সহ পবিত্র হয়েছে। যেহেতু তুমি এই বংশে জন্মগ্রহণ করেছ, তাই সমস্ত কুল পবিত্র হয়েছে।

তাৎপর্য

ত্রিঃসপ্তভিঃ শব্দের অর্থ তিন গুণ সাত। এক পরিবারে মানুষ তার বিগত চার-পাঁচ পুরুষের নাম গণনা করতে পারে—প্রপিতামহ অথবা প্রপিতামহের পিতা পর্যন্ত—কিন্তু যেহেতু ভগবান এখানে একবিংশতি পূর্বপুরুষদের উল্লেখ করেছেন, তা ইঙ্গিত করে যে, সেই বর অন্য পরিবার পর্যন্ত প্রসারিত হয়েছিল। বর্তমান পরিবারে জন্মগ্রহণ করার পূর্বে মানুষ নিশ্চয়ই অন্যান্য পরিবারেও জন্মগ্রহণ করেছিল। এইভাবে যখন কোন বৈষ্ণব কোন কুলে জন্মগ্রহণ করেন, তখন ভগবানের কৃপায় তিনি কেবল সেই কুলকেই পবিত্র করেন না, তাঁর পূর্ববর্তী জন্মসমূহের কুলগুলিকেও পবিত্র করেন।

শ্লোক ১৯

যত্র যত্র চ মদ্ভক্তাঃ প্রশান্তাঃ সমদর্শিনঃ ।
সাধবঃ সমুদাচারাস্তে পূয়ন্তেঽপি কীকটাঃ ॥ ১৯ ॥

যত্র যত্র—যেখানে যেখানে; **চ**—ও; **মদ্ভক্তাঃ**—আমার ভক্তগণ; **প্রশান্তাঃ**—অত্যন্ত শান্ত; **সম-দর্শিনঃ**—সমদর্শী; **সাধবঃ**—সমস্ত সদ্‌গুণে ভূষিত; **সমুদাচারাঃ**—সমানভাবে উদার; **তে**—তারা সকলে; **পূয়ন্তে**—পবিত্র হয়; **অপি**—ও; **কীকটাঃ**—অধঃপতিত দেশ অথবা সেই স্থানের অধিবাসীরা।

অনুবাদ

যেখানে যেখানে প্রশান্ত, সমদর্শী, সদাচার যুক্ত এবং সমস্ত সদ্‌গুণে বিভূষিত আমার ভক্তেরা বাস করে, অত্যন্ত অধঃপতিত হলেও সেই স্থানের এবং সেই বংশের মানুষেরা পবিত্র হয়ে যায়।

তাৎপর্য

যেখানে মহাভাগবত বাস করেন, সেখানে তাঁর কুলই কেবল পবিত্র হয় না, সমগ্র দেশ পবিত্র হয়ে যায়।

শ্লোক ২০

সর্বাত্মনা ন হিংসন্তি ভূতগ্রামেষু কিঞ্চন ।
উচ্চাবচেষু দৈত্যেন্দ্র মদ্ভাববিগতস্পৃহাঃ ॥ ২০ ॥

সর্ব-আত্মনা—সর্বতোভাবে, এমন কি ক্রোধ এবং ঈর্ষাপরায়ণ হলেও; **ন**—কখনই না; **হিংসন্তি**—হিংসা করেন; **ভূত-গ্রামেষু**—সমস্ত যোনিতে; **কিঞ্চন**—তাদের কারও প্রতি; **উচ্চ-অবচেষু**—উচ্চ এবং নিচ জীবদের; **দৈত্য-ইন্দ্র**—হে দৈত্যরাজ প্রহ্লাদ; **মৎ-ভাব**—আমার প্রতি ভক্তির ফলে; **বিগত**—পরিত্যক্ত; **স্পৃহাঃ**—ক্রোধ, হিংসা আদি জড়-জাগতিক প্রবৃত্তি।

অনুবাদ

হে দৈত্যেন্দ্র প্রহ্লাদ, আমার প্রতি ভক্তি হেতু আমার ভক্তেরা উৎকৃষ্ট এবং অপকৃষ্ট জীবদের মধ্যে ভেদ দর্শন করে না। তারা কখনও কাউকে হিংসা করে না।

শ্লোক ২১

ভবন্তি পুরুষা লোকে মদ্ভক্তাস্ত্বামনুব্রতাঃ ।
ভবান্ মে খলু ভক্তানাং সর্বেষাং প্রতিরূপধৃক্ ॥ ২১ ॥

ভবন্তি—হয়; **পুরুষাঃ**—মানুষ; **লোকে**—এই পৃথিবীতে; **মৎ-ভক্তাঃ**—আমার শুদ্ধ ভক্তগণ; **ত্বাম্**—তুমি; **অনুব্রতাঃ**—তোমার পদাঙ্ক অনুসরণ করে; **ভবান্**—তুমি; **মে**—আমার; **খলু**—বস্তুতপক্ষে; **ভক্তানাম্**—সমস্ত ভক্তদের; **সর্বেষাম্**—বিভিন্ন রসে; **প্রতিরূপ-ধৃক্**—যথার্থ দৃষ্টান্ত।

অনুবাদ

যারা তোমার পদাঙ্ক অনুসরণ করবে, তারা স্বাভাবিকভাবেই আমার শুদ্ধ ভক্ত হবে। তুমি আমার শ্রেষ্ঠ ভক্ত, এবং অন্যদের কর্তব্য তোমার পদাঙ্ক অনুসরণ করা।

তাৎপর্য

এই প্রসঙ্গে শ্রীল মধ্বাচার্য স্কন্দ পুরাণ থেকে একটি শ্লোকের উল্লেখ করেছেন—

ঋতে তু তাত্ত্বিকান্ দেবান্ নারদাদীংস্তথৈব চ ।
প্রহ্লাদাদ্ উত্তমঃ কো নু বিষ্ণুভক্তৌ জগত্রয়ে ॥

ভগবানের বহু ভক্ত রয়েছেন, এবং শ্রীমদ্ভাগবতে (৬/৩/২০) এইভাবে তাঁদের গণনা করা হয়েছে—

স্বয়ম্ভূর্নারদঃ শম্ভুঃ কুমারঃ কপিলো মনুঃ ।
প্রহ্লাদো জনকো ভীষ্মো বলির্বৈয়াসকির্বয়ম্ ॥

দ্বাদশ মহাজন হচ্ছেন ব্রহ্মা, নারদ, শিব, কপিল, মনু ইত্যাদি—তাঁদের মধ্যে প্রহ্লাদ মহারাজকে সর্বশ্রেষ্ঠ আদর্শ বলে মনে করা হয়।

শ্লোক ২২

কুরু ত্বং প্রেতকৃত্যানি পিতুঃ পূতস্য সর্বশঃ ।
মদঙ্গস্পর্শনেনাঙ্গ লোকান্ যাস্যতি সুপ্রজাঃ ॥ ২২ ॥

কুরু—অনুষ্ঠান কর; **ত্বম্**—তুমি; **প্রেত-কৃত্যানি**—অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া; **পিতুঃ**—তোমার পিতার; **পূতস্য**—ইতিমধ্যে পবিত্র; **সর্বশঃ**—সর্বতোভাবে; **মৎ-অঙ্গ**—আমার দেহের; **স্পর্শনেন**—স্পর্শের দ্বারা; **অঙ্গ**—হে বৎস; **লোকান্**—গ্রহলোকে; **যাস্যতি**—সে উন্নীত হবে; **সু-প্রজাঃ**—সৎ ভক্ত-প্রজা হওয়ার জন্য।

অনুবাদ

হে বৎস, তোমার পিতা তার মৃত্যুকালে আমার অঙ্গের স্পর্শে ইতিমধ্যেই পবিত্র হয়েছে। তা সত্ত্বেও, পুত্রের কর্তব্য পিতার মৃত্যুর পর শ্রাদ্ধ অনুষ্ঠান সম্পন্ন করা, যার ফলে তার পিতা সৎ প্রজা এবং ভক্ত হওয়ার জন্য উচ্চলোকে গমন করতে পারে।

তাৎপর্য

এই প্রসঙ্গে শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুর বলেছেন যে, হিরণ্যকশিপু যদিও ইতিমধ্যেই পবিত্র হয়ে গিয়েছিল, তবুও পুনরায় ভক্ত হওয়ার জন্য তার উচ্চতর

লোকে জন্মগ্রহণ করার প্রয়োজন ছিল। প্রহ্লাদ মহারাজকে ভগবান সদাচাররূপে অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সম্পাদন করার উপদেশ দিয়েছিলেন, কারণ কোন অবস্থাতেই ভগবান বিধিবিধান বন্ধ করতে চান না। সেই সম্পর্কে মধ্ব মুনি উপদেশ দিয়েছেন—

মধুকৈটভৌ ভক্তাভাবা দূরৌ ভগবতো মৃতৌ ।
তম এব ক্রমাদাপ্তৌ ভক্ত্যা চেদ্ যৌ হরিং যযৌ ॥

যখন মধু এবং কৈটভ অসুরদ্বয় ভগবান কর্তৃক নিহত হয়েছিল, তখন তাদের আত্মীয়-স্বজনেরাও তাদের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সম্পাদন করেছিল, যাতে সেই দুই দৈত্য পুনরায় ভগবদ্ধামে ফিরে যেতে পারে।

শ্লোক ২৩

পিত্র্যং চ স্থানমাতিষ্ঠ যথোক্তং ব্রহ্মবাদিভিঃ ।
ময্যাবেশ্য মনস্তাত কুরু কর্মাণি মৎপরঃ ॥ ২৩ ॥

পিত্র্যম্—পৈত্রিক; **চ**—ও; **স্থানম্**—স্থান, সিংহাসন; **আতিষ্ঠ**—অধিষ্ঠিত হয়ে; **যথা-উক্তম্**—উপদেশ অনুসারে; **ব্রহ্মবাদিভিঃ**—বেদজ্ঞগণের দ্বারা; **ময়ি**—আমাতে; **আবেশ্য**—পূর্ণরূপে আবিষ্ট হয়ে; **মনঃ**—মন; **তাত**—হে বৎস; **কুরু**—সম্পাদন কর; **কর্মাণি**—কর্তব্য কর্ম; **মৎ-পরঃ**—কেবল আমারই উদ্দেশ্যে।

অনুবাদ

অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সম্পাদন করার পর তুমি তোমার পিতার রাজ্যের দায়িত্বভার গ্রহণ কর। সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হও এবং বৈষয়িক কার্যকলাপের দ্বারা বিচলিত না হয়ে আমাতে মনোনিবেশ কর। বেদের নির্দেশ লঙ্ঘন না করে, তুমি তোমার কর্তব্য কর্ম সম্পাদন কর।

তাৎপর্য

কেউ যখন ভগবানের ভক্ত হন, তখন আর বৈদিক বিধি-নিষেধের প্রতি তাঁর কোন কর্তব্য থাকে না। মানুষের করণীয় বহু কর্তব্য রয়েছে, কিন্তু কেউ যখন পূর্ণরূপে ভগবানের ভক্ত হন, তখন আর তাঁর সেগুলি পালন করার কোন বাধ্যবাধকতা থাকে না। সেই সম্বন্ধে *শ্রীমদ্ভাগবতে* (১১/৫/৪১) বলা হয়েছে—

দেবর্ষিভূতাপ্তনৃণাং পিতৃণাং
ন কিঙ্করো নায়মৃণী চ রাজন্ ।
সর্বাত্মনা যঃ শরণং শরণ্যং
গতো মুকুন্দং পরিহৃত্য কর্তম্ ॥

যিনি সর্বতোভাবে ভগবানের শ্রীপাদপদ্মে শরণাগত হয়েছেন, তাঁকে আর পিতৃদের কাছে, ঋষিদের কাছে, মানব-সমাজের কাছে, সাধারণ মানুষের কাছে অথবা অন্য কোন জীবের কাছে ঋণী থাকতে হয় না।

কিন্তু তা সত্ত্বেও প্রহ্লাদ মহারাজকে ভগবান উপদেশ দিয়েছেন বৈদিক বিধি-নিষেধগুলি মেনে চলতে, কারণ যেহেতু তিনি রাজা হতে যাচ্ছেন, তাই অন্যেরা তাঁর দৃষ্টান্ত অনুসরণ করবে। এইভাবে ভগবান নৃসিংহদেব প্রহ্লাদ মহারাজকে তাঁর রাজনৈতিক কর্তব্যে এমনভাবে যুক্ত হতে উপদেশ দিয়েছেন, যাতে মানুষেরা ভগবানের ভক্ত হয়।

যদ্ যদাচরতি শ্রেষ্ঠস্তত্তদেবেতরো জনঃ ।
স যৎ প্রমাণং কুরুতে লোকস্তদনুবর্ততে ॥

"শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি যেভাবে আচরণ করেন, সাধারণ মানুষেরাও তার অনুকরণ করেন। তিনি যা প্রমাণ বলে স্বীকার করেন, অন্য লোকে তারই অনুসরণ করে।" (*ভগবদ্গীতা* ৩/২১) কোন জড়-জাগতিক কার্যকলাপের প্রতি আসক্ত হওয়া উচিত নয়, কিন্তু ভক্ত সাধারণ মানুষদের শিক্ষা দেওয়ার জন্য দৃষ্টান্ত-স্বরূপ এমনভাবে কার্য করতে পারেন, যার ফলে মানুষ বৈদিক নির্দেশ থেকে ভ্রষ্ট না হয়।

শ্লোক ২৪

শ্রীনারদ উবাচ

প্রহ্লাদোঽপি তথা চক্রে পিতুর্যৎ সাম্পরায়িকম্ ।
যথাহ ভগবান্ রাজন্নভিষিক্তো দ্বিজাতিভিঃ ॥ ২৪ ॥

শ্রী-নারদঃ উবাচ—নারদ মুনি বললেন; **প্রহ্লাদঃ**—প্রহ্লাদ মহারাজ; **অপি**—ও; **তথা**—সেইভাবে; **চক্রে**—সম্পাদন করেছিলেন; **পিতুঃ**—তাঁর পিতার; **যৎ**—যা কিছু; **সাম্পরায়িকম্**—অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া; **যথা**—যেই প্রকার; **আহ**—আদেশ দিয়েছিলেন; **ভগবান্**—ভগবান; **রাজন্**—হে মহারাজ যুধিষ্ঠির; **অভিষিক্তঃ**—রাজসিংহাসনে অভিষিক্ত হয়েছিলেন; **দ্বি-জাতিভিঃ**—ব্রাহ্মণদের দ্বারা।

অনুবাদ

শ্রীনারদ মুনি বললেন—হে মহারাজ যুধিষ্ঠির, প্রহ্লাদ মহারাজ ভগবানের নির্দেশ অনুসারে তাঁর পিতার অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সম্পাদন করেছিলেন। তারপর ব্রাহ্মণদের দ্বারা তিনি হিরণ্যকশিপুর সিংহাসনে অভিষিক্ত হয়েছিলেন।

তাৎপর্য

মানব-সমাজকে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য এবং শূদ্র—এই চারটি বর্ণে বিভক্ত করা অবশ্য কর্তব্য। এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে, প্রহ্লাদ মহারাজ যদিও সর্বতোভাবে পূর্ণ ছিলেন, তবুও তিনি বৈদিক অনুষ্ঠান সম্পাদনকারী ব্রাহ্মণদের নির্দেশ পালন করেছিলেন। তাই সমাজে বৈদিক জ্ঞানে পারদর্শী অত্যন্ত বুদ্ধিমান শ্রেণীর মানুষ থাকা উচিত, যাতে তাঁরা সমগ্র সমাজকে বৈদিক নীতি পালন করতে নির্দেশ দিতে পারেন এবং এইভাবে মানুষ ক্রমশ পূর্ণতা লাভ করে ভগবদ্ধামে ফিরে যাওয়ার যোগ্য হয়।

শ্লোক ২৫

প্রসাদসুমুখং দৃষ্ট্বা ব্রহ্মা নরহরিং হরিম্ ।
স্তুত্বা বাগ্‌ভিঃ পবিত্রাভিঃ প্রাহ দেবাদিভির্বৃতঃ ॥ ২৫ ॥

প্রসাদ-সুমুখম্—ভগবান প্রসন্ন হওয়ার ফলে যাঁর মুখ উজ্জ্বল; **দৃষ্ট্বা**—এই পরিস্থিতি দর্শন করে; **ব্রহ্মা**—ব্রহ্মা; **নর-হরিম্**—ভগবান নৃসিংহদেবকে; **হরিম্**—ভগবান; **স্তুত্বা**—স্তব করে; **বাগ্‌ভিঃ**—দিব্য বাণীর দ্বারা; **পবিত্রাভিঃ**—সর্বতোভাবে জড় কলুষ থেকে মুক্ত; **প্রাহ**—বলেছিলেন (ভগবানকে); **দেব-আদিভিঃ**—অন্য দেবতাদের দ্বারা; **বৃতঃ**—পরিবৃত।

অনুবাদ

ভগবান প্রসন্ন হওয়ার ফলে ব্রহ্মার মুখমণ্ডল আনন্দে উজ্জ্বল হয়েছিল। দেবতাদের দ্বারা পরিবৃত হয়ে, তিনি তখন ভগবানের উদ্দেশ্যে দিব্য বাণীর দ্বারা প্রার্থনা করতে শুরু করেছিলেন।

শ্লোক ২৬

শ্রীব্রহ্মোবাচ

দেবদেবাখিলাধ্যক্ষ ভূতভাবন পূর্বজ ।
দিষ্ট্যা তে নিহতঃ পাপো লোকসন্তাপনোঽসুরঃ ॥ ২৬ ॥

শ্রী-ব্রহ্মা উবাচ—ভগবান ব্রহ্মা বললেন; **দেব-দেব**—সমস্ত দেবতাদের প্রভু; **অখিল-অধ্যক্ষ**—সমস্ত ব্রহ্মাণ্ডের ঈশ্বর; **ভূত-ভাবন**—সমস্ত জীবের কারণ; **পূর্বজ**—হে আদিপুরুষ; **দিষ্ট্যা**—আপনার দৃষ্টান্তের দ্বারা অথবা আপনার সৌভাগ্যের ফলে; **তে**—আপনার দ্বারা; **নিহতঃ**—হত; **পাপঃ**—অত্যন্ত পাপী; **লোক-সন্তাপনঃ**—সমগ্র ব্রহ্মাণ্ডের সন্তাপ সৃষ্টিকারী; **অসুরঃ**—অসুর হিরণ্যকশিপু।

অনুবাদ

ব্রহ্মা বললেন—হে দেবদেব, হে অখিল অধ্যক্ষ, হে ভূতভাবন, হে পূর্বজ (আদিপুরুষ), আমাদের সৌভাগ্যের ফলে আপনি সমগ্র ব্রহ্মাণ্ডের সন্তাপ প্রদানকারী মহাপাপী অসুরকে সংহার করেছেন।

তাৎপর্য

পূর্বজ শব্দের বিশ্লেষণ করে *ভগবদ্গীতায়* (১০/৮) বলা হয়েছে—*অহং সর্বস্য প্রভবো মত্তঃ সর্বং প্রবর্ততে।* ব্রহ্মা আদি দেবতারাও ভগবান থেকেই প্রকাশিত হয়েছেন। তাই আদিপুরুষ, অর্থাৎ সর্ব-কারণের পরম কারণ হচ্ছেন গোবিন্দ।

শ্লোক ২৭

যোঽসৌ লব্ধবরো মত্তো ন বধ্যো মম সৃষ্টিভিঃ ।
তপোযোগবলোন্নদ্ধঃ সমস্তনিগমানহন্ ॥ ২৭ ॥

যঃ—যে ব্যক্তি; **অসৌ**—সে (হিরণ্যকশিপু); **লব্ধ-বরঃ**—অসাধারণ বর লাভ করে; **মত্তঃ**—আমার কাছ থেকে; **ন বধ্যঃ**—অবধ্য; **মম সৃষ্টিভিঃ**—আমার সৃষ্ট কোন জীবের দ্বারা; **তপঃ-যোগ-বল**—তপস্যা, যোগশক্তি এবং বলের দ্বারা; **উন্নদ্ধঃ**—তার ফলে অত্যন্ত গর্বিত হয়ে; **সমস্ত**—সমস্ত; **নিগমান্**—বৈদিক নির্দেশ; **অহন্**—লঙ্ঘন করেছিল।

অনুবাদ

এই অসুর হিরণ্যকশিপু আমার কাছ থেকে বর লাভ করেছিল যে, আমার সৃষ্ট কোন জীবের দ্বারা সে নিহত হবে না। এই প্রতিশ্রুতি এবং তার তপস্যা ও যোগশক্তির বলে সে অত্যন্ত গর্বিত হয়ে সমস্ত বৈদিক নির্দেশ লঙ্ঘন করেছিল।

শ্লোক ২৮

দিষ্ট্যা তত্তনয়ঃ সাধুর্মহাভাগবতোঽর্ভকঃ ।
ত্বয়া বিমোচিতো মৃত্যোর্দিষ্ট্যা ত্বাং সমিতোঽধুনা ॥ ২৮ ॥

দিষ্ট্যা—ভাগ্যক্রমে; **তৎ-তনয়ঃ**—তার পুত্র; **সাধুঃ**—সাধু; **মহা-ভাগবতঃ**—মহাভাগবত; **অর্ভকঃ**—একটি শিশু হওয়া সত্ত্বেও; **ত্বয়া**—আপনার দ্বারা; **বিমোচিতঃ**—পরিত্রাণ লাভ করেছে; **মৃত্যোঃ**—মৃত্যুর করাল গ্রাস থেকে; **দিষ্ট্যা**—মহা-সৌভাগ্যের ফলে; **ত্বাম্ সমিতঃ**—পূর্ণরূপে আপনার শরণাগত; **অধুনা**—এখন।

অনুবাদ

ভাগ্যক্রমে হিরণ্যকশিপুর পুত্র মহাভাগবত সাধু বালক প্রহ্লাদ মহারাজ মৃত্যু থেকে রক্ষা পেয়েছে। এখন সে সম্পূর্ণভাবে আপনার শ্রীপাদপদ্মের শরণে রয়েছে।

শ্লোক ২৯

এতদ্ বপুস্তে ভগবন্ ধ্যায়তঃ পরমাত্মনঃ ।
সর্বতো গোপ্তু সন্ত্রাসান্মৃত্যোরপি জিঘাংসতঃ ॥ ২৯ ॥

এতৎ—এই; **বপুঃ**—শরীর; **তে**—আপনার; **ভগবন্**—হে পরমেশ্বর ভগবান; **ধ্যায়তঃ**—যাঁরা ধ্যান করেন; **পরমাত্মনঃ**—পরম পুরুষের; **সর্বতঃ**—সর্বত্র; **গোপ্তৃ**—রক্ষক; **সন্ত্রাসাৎ**—সব রকম ভয় থেকে; **মৃত্যোঃ অপি**—এমন কি মৃত্যুভয় থেকেও; **জিঘাংসতঃ**—এমন কি শত্রুও যদি তাকে হিংসা করে।

অনুবাদ

হে ভগবান, আপনি পরমাত্মা। যদি কেউ আপনার চিন্ময় শরীরের ধ্যান করেন, তা হলে আপনি তাঁকে সমস্ত ভয় থেকে রক্ষা করেন, এমন কি আসন্ন মৃত্যুভয় থেকেও।

তাৎপর্য

সকলেরই মৃত্যু অবশ্যম্ভাবী, কারণ মৃত্যুর হাত থেকে কেউই রক্ষা পায় না। এই মৃত্যু ভগবানেরই একটি রূপ (*মৃত্যুঃ সর্বহরশ্চাহম্*)। কিন্তু কেউ যখন ভগবানের ভক্ত হন, তখন আর তাঁকে তাঁর সীমিত আয়ু অনুসারে মৃত্যুবরণ করতে হয় না। সকলেরই আয়ু সীমিত, কিন্তু ভগবানের কৃপায় ভক্তের আয়ু বর্ধিত হতে পারে, কারণ ভগবান কর্মের ফল নিরস্ত করতে পারেন। *কর্মাণি নির্দহতি কিন্তু চ ভক্তিভাজাং*। এটি *ব্রহ্মসংহিতার* (৫/৫৪) বাণী। ভগবদ্ভক্ত কর্মের অধীন নন। তাই ভক্তের মৃত্যু আসন্ন হলেও ভগবানের অহৈতুকী কৃপায় তিনি রক্ষা পেতে পারেন। ভগবান তাঁর ভক্তকে মৃত্যুভয় থেকেও রক্ষা করেন।

শ্লোক ৩০

শ্রীভগবানুবাচ

মৈবং বিভোঽসুরাণাং তে প্রদেয়ঃ পদ্মসম্ভব ।
বরঃ ক্রূরনিসর্গাণামহীনামমৃতং যথা ॥ ৩০ ॥

শ্রী-ভগবান্ উবাচ—ভগবান উত্তর দিলেন (ব্রহ্মাকে); **মা**—করো না; **এবম্**—এই প্রকার; **বিভো**—হে মহাপুরুষ; **অসুরাণাম্**—অসুরদের; **তে**—তোমার দ্বারা; **প্রদেয়ঃ**—প্রদত্ত বর; **পদ্ম-সম্ভব**—হে পদ্মযোনি ব্রহ্মা; **বরঃ**—বর; **ক্রূর-নিসর্গাণাম্**—যারা তাদের প্রকৃতি অনুসারে অত্যন্ত নিষ্ঠুর এবং ঈর্ষাপরায়ণ; **অহীনাম্**—সর্পদের; **অমৃতম্**—অমৃত বা দুধ; **যথা**—যেমন।

অনুবাদ

ভগবান উত্তর দিলেন—হে ব্রহ্মা, হে পদ্মসম্ভব, সর্পদের দুধ প্রদান করা যেমন ভয়ঙ্কর, তেমনই অত্যন্ত ক্রূরস্বভাব এবং ঈর্ষাপরায়ণ অসুরদের বরদান করাও অত্যন্ত ভয়ঙ্কর। অসুরদের আর কখনও এই প্রকার বর দান করো না।

শ্লোক ৩১

শ্রীনারদ উবাচ

ইত্যুক্ত্বা ভগবান্ রাজংস্ততশ্চান্তর্দধে হরিঃ ।
অদৃশ্যঃ সর্বভূতানাং পূজিতঃ পরমেষ্ঠিনা ॥ ৩১ ॥

শ্রী-নারদঃ উবাচ—নারদ মুনি বললেন; **ইতি উক্ত্বা**—এইভাবে বলে; **ভগবান্**—ভগবান; **রাজন্**—হে মহারাজ যুধিষ্ঠির; **ততঃ**—সেই স্থান থেকে; **চ**—ও; **অন্তর্দধে**—অন্তর্হিত হয়েছিলেন; **হরিঃ**—ভগবান; **অদৃশ্যঃ**—অদৃশ্য; **সর্ব-ভূতানাম্**—সমস্ত জীবদের দ্বারা; **পূজিতঃ**—পূজিত হয়ে; **পরমেষ্ঠিনা**—ব্রহ্মার দ্বারা।

অনুবাদ

নারদ মুনি বললেন—হে মহারাজ যুধিষ্ঠির, সাধারণ জীবদের অগোচর ভগবান এইভাবে ব্রহ্মাকে নির্দেশ দিয়ে, ব্রহ্মা কর্তৃক পূজিত হয়ে সেই স্থান থেকে অন্তর্হিত হয়েছিলেন।

শ্লোক ৩২

ততঃ সম্পূজ্য শিরসা ববন্দে পরমেষ্ঠিনম্ ।
ভবং প্রজাপতীন্ দেবান্ প্রহ্লাদো ভগবৎকলাঃ ॥ ৩২ ॥

ততঃ—তারপর; **সম্পূজ্য**—পূজা করে; **শিরসা**—তাঁর মস্তক অবনত করে; **ববন্দে**—প্রার্থনা নিবেদন করেছিলেন; **পরমেষ্ঠিনম্**—ব্রহ্মাকে; **ভবম্**—শিবকে; **প্রজাপতীন্**—প্রজাপতিদের; **দেবান্**—মহান দেবতাদের; **প্রহ্লাদঃ**—প্রহ্লাদ মহারাজ; **ভগবৎ-কলাঃ**—ভগবানের অংশ।

অনুবাদ

তারপর প্রহ্লাদ মহারাজ ভগবানের অংশ ব্রহ্মা, শিব, প্রজাপতি আদি সমস্ত দেবতাদের পূজা করে বন্দনা করেছিলেন।

শ্লোক ৩৩

ততঃ কাব্যাদিভিঃ সার্ধং মুনিভিঃ কমলাসনঃ ।
দৈত্যানাং দানবানাং চ প্রহ্লাদমকরোৎ পতিম্ ॥ ৩৩ ॥

ততঃ—তারপর; **কাব্য-আদিভিঃ**—শুক্রাচার্য আদি গুরুজনদের; **সার্ধম্**—সহ; **মুনিভিঃ**—মুনিদের; **কমল-আসনঃ**—ব্রহ্মা; **দৈত্যানাম্**—সমস্ত দৈত্যদের; **দানবানাম্**—দানবদের; **চ**—এবং; **প্রহ্লাদম্**—প্রহ্লাদ মহারাজকে; **অকরোৎ**—বানিয়েছিলেন; **পতিম্**—প্রভু বা রাজা।

অনুবাদ

তারপর কমলাসন ব্রহ্মা শুক্রাচার্য প্রভৃতি মুনিদের সঙ্গে মিলিত হয়ে প্রহ্লাদকে দৈত্য এবং দানবদের অধিপতি করেছিলেন।

তাৎপর্য

ভগবান নৃসিংহদেবের কৃপায় প্রহ্লাদ মহারাজ তাঁর পিতা হিরণ্যকশিপুর থেকেও বড় রাজা হয়েছিলেন। অন্যান্য ঋষি এবং দেবতাদের সমক্ষে ব্রহ্মা প্রহ্লাদকে রাজপদে অভিষিক্ত করেছিলেন।

শ্লোক ৩৪

প্রতিনন্দ্য ততো দেবাঃ প্রযুজ্য পরমাশিষঃ ।
স্বধামানি যযূ রাজন্ ব্রহ্মাদ্যাঃ প্রতিপূজিতাঃ ॥ ৩৪ ॥

প্রতিনন্দ্য—প্রশংসিত হয়ে; **ততঃ**—তারপর; **দেবাঃ**—সমস্ত দেবতাগণ; **প্রযুজ্য**—নিবেদন করে; **পরম-আশিষঃ**—মহা-আশীর্বাদ; **স্ব-ধামানি**—তাঁদের নিজেদের ধামে; **যযুঃ**—প্রত্যাবর্তন করেছিলেন; **রাজন্**—হে মহারাজ যুধিষ্ঠির; **ব্রহ্ম-আদ্যাঃ**—ব্রহ্মা আদি দেবতাগণ; **প্রতিপূজিতাঃ**—(প্রহ্লাদ মহারাজের দ্বারা) যথাযথভাবে পূজিত হয়ে।

অনুবাদ

হে মহারাজ যুধিষ্ঠির, তারপর ব্রহ্মা আদি দেবতাগণ প্রহ্লাদ মহারাজ কর্তৃক যথাযথভাবে পূজিত হয়ে, প্রহ্লাদকে চরম আশীর্বাদ প্রদান করে তাঁদের স্বধামে প্রত্যাবর্তন করেছিলেন।

শ্লোক ৩৫

এবং চ পার্ষদৌ বিষ্ণোঃ পুত্রত্বং প্রাপিতৌ দিতেঃ ।
হৃদি স্থিতেন হরিণা বৈরভাবেন তৌ হতৌ ॥ ৩৫ ॥

এবম্—এইভাবে; **চ**—ও; **পার্ষদৌ**—পার্ষদদ্বয়; **বিষ্ণোঃ**—ভগবান শ্রীবিষ্ণুর; **পুত্রত্বম্**—পুত্রত্ব; **প্রাপিতৌ**—প্রাপ্ত হয়ে; **দিতেঃ**—দিতির; **হৃদি**—হৃদয় অভ্যন্তরে;

স্থিতেন—অবস্থিত; **হরিণা**—ভগবানের দ্বারা; **বৈর-ভাবেন**—শত্রুভাবাপন্ন হয়ে; **তৌ**—তাঁরা উভয়ে; **হতৌ**—নিহত হয়েছিলেন।

অনুবাদ

এইভাবে ভগবান শ্রীবিষ্ণুর দুই পার্ষদ হিরণ্যাক্ষ এবং হিরণ্যকশিপুরূপে দিতির পুত্রত্ব প্রাপ্ত হয়ে, ভ্রান্তিবশত সকলের হৃদয়স্থিত ভগবানকে তাঁদের শত্রু বলে মনে করে, নিহত হয়েছিলেন।

তাৎপর্য

নৃসিংহদেব এবং প্রহ্লাদ মহারাজ সম্বন্ধীয় আলোচনাটি শুরু হয়েছিল যখন মহারাজ যুধিষ্ঠির নারদ মুনিকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন শিশুপাল কিভাবে শ্রীকৃষ্ণের শরীরে লীন হয়েছিল। শিশুপাল এবং দন্তবক্র ছিল পূর্বে হিরণ্যকশিপু এবং হিরণ্যাক্ষ। এখানে নারদ মুনি বর্ণনা করেছেন কিভাবে ভগবান শ্রীবিষ্ণুর দুই পার্ষদ তিন জন্মে ভগবান কর্তৃক নিহত হয়েছিলেন। প্রথমে তাঁরা হিরণ্যকশিপু এবং হিরণ্যাক্ষরূপে দুই অসুর হয়ে জন্মগ্রহণ করেছিলেন।

শ্লোক ৩৬

পুনশ্চ বিপ্রশাপেন রাক্ষসৌ তৌ বভূবতুঃ ।
কুম্ভকর্ণদশগ্রীবৌ হতৌ তৌ রামবিক্রমৈঃ ॥ ৩৬ ॥

পুনঃ—পুনরায়; **চ**—ও; **বিপ্র-শাপেন**—ব্রাহ্মণদের অভিশাপে; **রাক্ষসৌ**—দুই রাক্ষস; **তৌ**—তারা উভয়ে; **বভূবতুঃ**—জন্মগ্রহণ করেছিল; **কুম্ভকর্ণ-দশ-গ্রীবৌ**—(পরবর্তী জন্মে) কুম্ভকর্ণ এবং দশানন রাবণ নামে পরিচিত; **হতৌ**—তারাও নিহত হয়েছিল; **তৌ**—তারা উভয়ে; **রাম-বিক্রমৈঃ**—ভগবান শ্রীরামচন্দ্রের অসাধারণ বিক্রমে।

অনুবাদ

ব্রাহ্মণদের অভিশাপে ভগবানের সেই দুই পার্ষদ পুনরায় কুম্ভকর্ণ এবং দশানন রাবণরূপে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। সেই দুই রাক্ষস ভগবান শ্রীরামচন্দ্রের অসাধারণ পরাক্রমে নিহত হয়েছিল।

শ্লোক ৩৭

শয়ানৌ যুধি নির্ভিন্নহৃদয়ৌ রামশায়কৈঃ ।
তচ্চিত্তৌ জহতুর্দেহং যথা প্রাক্তনজন্মনি ॥ ৩৭ ॥

শয়ানৌ—শায়িত হয়ে; **যুধি**—যুদ্ধক্ষেত্রে; **নির্ভিন্ন**—বিদীর্ণ হয়ে; **হৃদয়ৌ**—হৃদয়ে; **রাম-শায়কৈঃ**—ভগবান শ্রীরামচন্দ্রের বাণের দ্বারা; **তৎ-চিত্তৌ**—ভগবান রামচন্দ্রের চিন্তা করে; **জহতুঃ**—ত্যাগ করেছিল; **দেহম্**—দেহ; **যথা**—যেমন; **প্রাক্তন-জন্মনি**—তাদের পূর্বজন্মে।

অনুবাদ

ভগবান শ্রীরামচন্দ্রের বাণের দ্বারা বিদ্ধ হয়ে কুম্ভকর্ণ এবং রাবণ উভয়েই রণক্ষেত্রে শায়িত হয়েছিল এবং হিরণ্যাক্ষ ও হিরণ্যকশিপরূপে তাদের পূর্বজন্মের মতোই পূর্ণরূপে ভগবানের চিন্তায় মগ্ন হয়ে দেহত্যাগ করেছিল।

শ্লোক ৩৮

তাবিহাথ পুনর্জাতৌ শিশুপালকরূষজৌ ।
হরৌ বৈরানুবন্ধেন পশ্যতস্তে সমীয়তুঃ ॥ ৩৮ ॥

তৌ—তারা উভয়ে; **ইহ**—এই মানব-সমাজে; **অথ**—এইভাবে; **পুনঃ**—পুনরায়; **জাতৌ**—জন্মগ্রহণ করেছিল; **শিশুপাল**—শিশুপাল; **করূষ-জৌ**—দন্তবক্র; **হরৌ**—পরমেশ্বর ভগবানকে; **বৈর-অনুবন্ধেন**—ভগবানকে শত্রু বলে মনে করার বন্ধনের দ্বারা; **পশ্যতঃ**—সমক্ষে; **তে**—তোমার; **সমীয়তুঃ**—ভগবানের শ্রীপাদপদ্মে লীন হয়েছিল অথবা প্রবেশ করেছিল।

অনুবাদ

তারা পুনরায় মনুষ্য-সমাজে শিশুপাল এবং দন্তবক্ররূপে জন্মগ্রহণ করে ভগবানের প্রতি বৈরীভাব পোষণ করেছিল, এবং তোমার সমক্ষে ভগবানের শরীরে লীন হয়েছিল।

তাৎপর্য

বৈরানুবন্ধেন—ভগবানের প্রতি শত্রুর মতো আচরণ করলেও জীবের লাভ হয়। *কামাদ্ দ্বেষাদ্ ভয়াৎ স্নেহাদ্* । শ্রীল রূপ গোস্বামী বলেছেন যে কাম, দ্বেষ,

ভয় অথবা স্নেহের বশবর্তী হয়ে কোন না কোনভাবে (*তস্মাৎ কেনাপ্যুপায়েন*) ভগবানের প্রতি আসক্ত হওয়া উচিত এবং তার ফলে চরমে ভগবদ্ধামে ফিরে যাওয়া যায়। তা হলে দাস, সখা, পিতা, মাতা অথবা প্রেমিকারূপে ভগবানের সঙ্গে যিনি সম্পর্কিত হয়েছেন, তার আর কি কথা?

শ্লোক ৩৯

এনঃ পূর্বকৃতং যৎ তদ্ রাজানঃ কৃষ্ণবৈরিণঃ ।
জহুস্তেঽন্তে তদাত্মানঃ কীটঃ পেশস্কৃতো যথা ॥ ৩৯ ॥

এনঃ—(ভগবানের নিন্দারূপ) এই পাপকর্ম; **পূর্ব-কৃতম্**—পূর্ব জন্মকৃত; **যৎ**—যা; **তৎ**—তা; **রাজানঃ**—রাজাগণ; **কৃষ্ণ-বৈরিণঃ**—সর্বদা শ্রীকৃষ্ণের শত্রুরূপে আচরণ করে; **জহুঃ**—ত্যাগ করেছিলেন; **তে**—তারা সকলে; **অন্তে**—মৃত্যুর সময়ে; **তৎ-আত্মানঃ**—সেই প্রকার চিন্ময় স্বরূপ প্রাপ্ত হয়ে; **কীটঃ**—কীট; **পেশস্কৃতঃ**—কৃষ্ণ ভ্রমরের দ্বারা বন্দী হয়ে; **যথা**—ঠিক যেমন।

অনুবাদ

কেবল শিশুপাল এবং দন্তবক্রই নয়, অন্য বহু রাজারাও শ্রীকৃষ্ণের প্রতি শত্রুবৎ আচরণ করে মৃত্যুর সময় মুক্তি লাভ করেছিল। যেহেতু তারা ভগবানের কথা চিন্তা করেছিল, তাই তারা ভগবানেরই মতো চিন্ময় দেহ এবং রূপ প্রাপ্ত হয়েছিল, ঠিক যেমন ভ্রমরের দ্বারা বন্দী কীট ভ্রমরের কথা চিন্তা করতে করতে ভ্রমরেরই মতো রূপ প্রাপ্ত হয়।

তাৎপর্য

এখানে যৌগিক ধ্যানের রহস্য বিশ্লেষণ করা হয়েছে। প্রকৃত যোগী সর্বদা তাঁর হৃদয়ে ভগবান শ্রীবিষ্ণুর রূপের ধ্যান করেন। তার ফলে, দেহত্যাগ করার সময় শ্রীবিষ্ণুর রূপ স্মরণ করে তাঁরা বিষ্ণুলোক বা বৈকুণ্ঠলোকে ভগবানের স্বারূপ্য প্রাপ্ত হন। ষষ্ঠ স্কন্ধে আমরা ইতিমধ্যে দেখেছি যে, অজামিলকে উদ্ধার করার জন্য বৈকুণ্ঠলোক থেকে যে বিষ্ণুদূতেরা এসেছিলেন, তাঁদের রূপ ছিল ঠিক বিষ্ণুর মতো। তাঁরাও ছিলেন চতুর্ভুজ এবং তাঁদের অবয়ব ছিল ঠিক শ্রীবিষ্ণুর মতো। তা থেকে আমরা এই সিদ্ধান্ত করতে পারি যে, কেউ যদি শ্রীবিষ্ণুকে স্মরণ করার অভ্যাস করেন এবং মৃত্যুর সময় তাঁর চিন্তায় সম্পূর্ণভাবে মগ্ন হয়ে দেহত্যাগ করেন, তা

হলে তিনি ভগবদ্ধামে ফিরে যাবেন। এমন কি শ্রীকৃষ্ণের শত্রুরাও যারা ভয়বশত শ্রীকৃষ্ণকে স্মরণ করেছিলেন, যেমন রাজা কংস, তিনিও ভগবানেরই মতো চিন্ময় স্বরূপ প্রাপ্ত হয়েছিলেন।

শ্লোক ৪০

যথা যথা ভগবতো ভক্ত্যা পরময়াভিদা ।
নৃপাশ্চৈদ্যাদয়ঃ সাত্ম্যং হরেস্তচ্চিন্তয়া যযুঃ ॥ ৪০ ॥

যথা যথা—ঠিক যেমন; **ভগবতঃ**—ভগবানের; **ভক্ত্যা**—ভক্তির দ্বারা; **পরময়া**—পরম; **অভিদা**—এই প্রকার কার্যকলাপের নিরন্তর চিন্তা করে; **নৃপাঃ**—রাজাগণ; **চৈদ্যঃ-আদয়ঃ**—শিশুপাল, দন্তবক্র এবং অন্যেরা; **সাত্ম্যম্**—সেই রূপ; **হরেঃ**—ভগবানের; **তৎ-চিন্তয়া**—নিরন্তর তাঁর কথা চিন্তা করে; **যযুঃ**—ভগবদ্ধামে ফিরে গিয়েছিলেন।

অনুবাদ

যে শুদ্ধ ভক্তেরা ভগবদ্ভক্তির দ্বারা নিরন্তর ভগবানের কথা চিন্তা করেন, তাঁরা ভগবানেরই মতো শরীর প্রাপ্ত হন। তাকে বলা হয় সারূপ্য-মুক্তি। যদিও শিশুপাল, দন্তবক্র এবং অন্যান্য রাজারা শত্রুরূপে শ্রীকৃষ্ণের চিন্তা করেছিল, তারাও সেই ফল প্রাপ্ত হয়েছিল।

তাৎপর্য

শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃত গ্রন্থে সনাতন গোস্বামীকে শিক্ষা দান করার সময় শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু বিশ্লেষণ করেছেন যে, ভক্তের কর্তব্য বাহ্যিকভাবে ভগবদ্ভক্তির বিধি-নিষেধগুলি পালন করা এবং অন্তরে যে বিশেষ রসে তিনি ভগবানের সেবায় আকৃষ্ট, সেই রসের চিন্তা করা। এই নিরন্তর ভগবৎ চিন্তার ফলে ভক্ত ভগবদ্ধামে ফিরে যাওয়ার যোগ্যতা লাভ করেন। *ভগবদ্গীতায়* (৪/৯) সেই সম্বন্ধে বলা হয়েছে, *ত্যক্ত্বা দেহং পুনর্জন্ম নৈতি মামেতি*—ভগবদ্ভক্ত তাঁর দেহ ত্যাগ করার পর আর পুনরায় এই জড় জগতে ফিরে আসেন না, পক্ষান্তরে তিনি ভগবানের যে নিত্য পার্ষদের কার্যকলাপের অনুগমন করেছেন, তাঁর মতো চিন্ময় দেহ প্রাপ্ত হয়ে ভগবদ্ধামে ফিরে যান। কিন্তু ভক্ত যদি ভগবানের সেবা করতে চান, তা হলে তিনি নিরন্তর গোপসখা, গোপী, ভগবানের পিতা-মাতা, ভৃত্য আদি ভগবানের পার্ষদদের এবং ভগবদ্ধামের বৃক্ষ, ভূমি, পশু, গুল্ম, জল আদির কথা নিরন্তর চিন্তা

করতে পারেন। নিরন্তর এঁদের কথা চিন্তা করার ফলে ভগবদ্ধামে চিন্ময় স্থিতি লাভ করা যায়। শিশুপাল, দন্তবক্র, কংস, পৌণ্ড্রক, নরকাসুর, শাল্ব আদি রাজারা সকলেই এইভাবে মুক্তি লাভ করেছিল। সেই কথা প্রতিপন্ন করে মধ্বাচার্য বলেছেন—

পৌণ্ড্রকে নরকে চৈব শাল্বে কংসে চ রুক্মিণি ।
আবিষ্টাস্তু হরের্ভক্তাস্তদ্ভক্ত্যা হরিমাপিরে ॥

পৌণ্ড্রক, নরকাসুর, শাল্ব ও কংস, এরা সকলে ভগবানের প্রতি বৈরীভাবাপন্ন ছিল, কিন্তু এই সমস্ত রাজারা যেহেতু নিরন্তর ভগবানের কথা চিন্তা করেছিল, তাই তারা সেই সারূপ্য-মুক্তি লাভ করেছিল। জ্ঞানমার্গের অনুগামী জ্ঞানী ভক্তেরাও এই গতি প্রাপ্ত হয়। ভগবানের শত্রুরাও যদি নিরন্তর ভগবানের কথা চিন্তা করার ফলে মুক্তি লাভ করে, তা হলে ভগবানের যে সমস্ত শুদ্ধ ভক্তেরা সর্বদা সর্ব কার্যের মাধ্যমে নিরন্তর ভগবানের সেবায় মগ্ন থাকেন, তাঁদের আর কি কথা?

শ্লোক ৪১

আখ্যাতং সর্বমেতৎ তে যন্মাং ত্বং পরিপৃষ্টবান্ ।
দমঘোষসুতাদীনাং হরেঃ সাত্ম্যমপি দ্বিষাম্ ॥ ৪১ ॥

আখ্যাতম্—বর্ণিত; **সর্বম্**—সব কিছু; **এতৎ**—এই; **তে**—তোমাকে; **যৎ**—যা কিছু; **মাম্**—আমাকে; **ত্বম্**—তুমি; **পরিপৃষ্টবান্**—জিজ্ঞাসা করেছিলে; **দমঘোষ-সুত-আদীনাম্**—দমঘোষের পুত্র (শিশুপাল) এবং অন্যেরা; **হরেঃ**—ভগবানের; **সাত্ম্যম্**—একই রূপ; **অপি**—ও; **দ্বিষাম্**—বৈরীভাবাপন্ন হওয়া সত্ত্বেও।

অনুবাদ

শিশুপাল এবং অন্যেরা ভগবানের প্রতি বৈরীভাবাপন্ন হওয়া সত্ত্বেও কিভাবে মুক্তি লাভ করেছিল, সেই সম্বন্ধে তুমি আমাকে যে সমস্ত প্রশ্ন করেছিলে, তার বিশ্লেষণ আমি করলাম।

শ্লোক ৪২

এষা ব্রহ্মণ্যদেবস্য কৃষ্ণস্য চ মহাত্মনঃ ।
অবতারকথা পুণ্যা বধো যত্রাদিদৈত্যয়োঃ ॥ ৪২ ॥

এষা—এই সমস্ত; **ব্রহ্মণ্য-দেবস্য**—ব্রাহ্মণদের দ্বারা পূজিত পরমেশ্বর ভগবানের; **কৃষ্ণস্য**—স্বয়ং ভগবান শ্রীকৃষ্ণের; **চ**—ও; **মহা-আত্মনঃ**—পরমাত্মা; **অবতার-কথাঃ**—তাঁর অবতারদের বর্ণনা; **পুণ্যা**—পবিত্র; **বধঃ**—নিহত; **যত্র**—যেখানে; **আদি**—সৃষ্টির আদিতে; **দৈত্যয়োঃ**—দৈত্যদের (হিরণ্যাক্ষ এবং হিরণ্যকশিপু)।

অনুবাদ

ব্রহ্মণ্যদেব শ্রীকৃষ্ণের এই বর্ণনায় ভগবানের বিভিন্ন অবতারের কথা এবং হিরণ্যাক্ষ ও হিরণ্যকশিপু নামক দুই দৈত্য কিভাবে নিহত হয়েছিল, তার বর্ণনা করা হল।

তাৎপর্য

অবতারেরা ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বা গোবিন্দের অংশ।

অদ্বৈতমচ্যুতমনাদিমনন্তরূপ-
মাদ্যং পুরাণপুরুষং নবযৌবনঞ্চ ।
বেদেষু দুর্লভমদুর্লভমাত্মভক্তৌ
গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি ॥

"আমি আদিপুরুষ গোবিন্দের ভজনা করি, যিনি অদ্বৈত, অচ্যুত এবং অনাদি। যদিও তিনি অনন্ত রূপে প্রকাশিত হন, তবুও তিনি আদি পুরাণ পুরুষ এবং নিত্য নব যৌবন-সম্পন্ন। তাঁর এই নিত্য আনন্দময় এবং জ্ঞানময় রূপ বৈদিক জ্ঞানের দ্বারাও দুর্লভ, কিন্তু শুদ্ধ ভক্তের হৃদয়ে তা সর্বদাই প্রকাশিত।" (*ব্রহ্মসংহিতা* ৫/৩৩) *ব্রহ্মসংহিতায়* অবতারদের বর্ণনা করা হয়েছে। প্রকৃতপক্ষে, প্রামাণিক শাস্ত্রে সমস্ত অবতারদের বর্ণনা করা হয়েছে। কেউ অবতার হতে পারে না, যদিও এই কলিযুগে সেটি একটি প্রথায় পরিণত হয়েছে। প্রামাণিক শাস্ত্রে অবতারদের বর্ণনা করা হয়েছে, এবং তাই কোন ভণ্ডকে অবতার বলে স্বীকার করার পূর্বে শাস্ত্রের মাধ্যমে বিচার করে দেখা উচিত। শাস্ত্রে সর্বত্র বর্ণনা করা হয়েছে যে, শ্রীকৃষ্ণ হচ্ছেন পরমেশ্বর ভগবান এবং তাঁর অসংখ্য অবতার রয়েছে। *ব্রহ্মসংহিতায়* অন্যত্র বর্ণনা করা হয়েছে, *রামাদিমূর্তিষু কলানিয়মেন তিষ্ঠন্*—রাম, নৃসিংহ, বরাহ এবং বহু অবতারেরা ভগবানের অংশ। শ্রীকৃষ্ণের প্রথম প্রকাশ বলরাম, বলরাম থেকে সঙ্কর্ষণ, তারপর অনিরুদ্ধ, প্রদ্যুম্ন, নারায়ণ এবং তারপর পুরুষাবতার—মহাবিষ্ণু, গর্ভোদকশায়ী বিষ্ণু এবং ক্ষীরোদকশায়ী বিষ্ণু। এঁরা সকলেই অবতার।

অবতারদের কথা শ্রবণ করা অবশ্য কর্তব্য। এই প্রকার অবতারদের বর্ণনাকে বলা হয় *অবতার-কথা*। এই সমস্ত বর্ণনা শ্রবণ এবং কীর্তন করা অত্যন্ত পুণ্যকর্ম। *শৃণ্বতাং স্বকথাঃ কৃষ্ণঃ পুণ্যশ্রবণকীর্তনঃ*। যিনি ভগবানের কথা শ্রবণ এবং কীর্তন করেন, তিনি সমস্ত জড় কলুষ থেকে মুক্ত হয়ে পুণ্যাত্মা হন।

যেখানে অবতারদের বর্ণনা রয়েছে, সেখানেই দেখা যায় ধর্ম প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, এবং তখন ভগবৎ-বিদ্বেষী অসুরেরা নিহত হয়। এই কৃষ্ণভাবনামৃত আন্দোলন সারা পৃথিবী জুড়ে প্রচারিত হচ্ছে দুটি উদ্দেশ্য নিয়ে—শ্রীকৃষ্ণকে পরমেশ্বর ভগবান বলে প্রতিষ্ঠা করা এবং যে সমস্ত ভণ্ড নিজেদের অবতার বলে প্রচার করছে তাদের বিনাশ করা। কৃষ্ণভাবনামৃত আন্দোলনের প্রচারকদের অত্যন্ত সাবধানতার সঙ্গে সর্বান্তঃকরণে এই সমস্ত অসুরদের সংহার করার উদ্দেশ্য সাধন করতে হবে, যারা নানাভাবে পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণের কুৎসা করে। আমরা যদি নৃসিংহদেব এবং প্রহ্লাদ মহারাজের শরণ গ্রহণ করি, তা হলে এই সমস্ত কৃষ্ণবিদ্বেষী অসুরদের সংহার করা সহজ হবে, এবং তার ফলে শ্রীকৃষ্ণের পরমেশ্বরত্ব পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হবে। *কৃষ্ণস্তু ভগবান্ স্বয়ম্*—শ্রীকৃষ্ণই হচ্ছেন স্বয়ং ভগবান। প্রহ্লাদ মহারাজ আমাদের গুরু, এবং শ্রীকৃষ্ণ আমাদের আরাধ্য ভগবান। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু উপদেশ দিয়েছেন— *গুরু-কৃষ্ণ-প্রসাদে পায় ভক্তিলতা-বীজ*। আমরা যদি প্রহ্লাদ মহারাজের কৃপা লাভ করতে পারি এবং শ্রীনৃসিংহদেবের কৃপা লাভ করতে পারি, তা হলে আমাদের কৃষ্ণভাবনামৃত আন্দোলন সর্বতোভাবে সফল হবে।

অসুর হিরণ্যকশিপু নানাভাবে ভগবান হওয়ার চেষ্টা করেছিল, কিন্তু প্রহ্লাদ মহারাজ যদিও নানাভাবে নির্যাতিত হয়েছিলেন, তবুও তিনি তাঁর অত্যন্ত শক্তিশালী আসুরিক পিতাকে ভগবান বলে মেনে নিতে অস্বীকার করেছিলেন। প্রহ্লাদ মহারাজের পদাঙ্ক অনুসরণ করে, আমাদেরও এই সমস্ত ভণ্ড ভগবানদের প্রত্যাখ্যান করতে হবে। আমাদের কর্তব্য কেবল শ্রীকৃষ্ণ এবং তাঁর অবতারদেরই স্বীকার করা, অন্য কাউকে নয়।

শ্লোক ৪৩-৪৪

প্রহ্লাদস্যানুচরিতং মহাভাগবতস্য চ ।
ভক্তির্জ্ঞানং বিরক্তিশ্চ যাথার্থ্যং চাস্য বৈ হরেঃ ॥ ৪৩ ॥
সর্গস্থিত্যপ্যয়েশস্য গুণকর্মানুবর্ণনম্ ।
পরাবরেষাং স্থানানাং কালেন ব্যত্যয়ো মহান্ ॥ ৪৪ ॥

প্রহ্লাদস্য—প্রহ্লাদ মহারাজের; **অনুচরিতম্**—(অধ্যয়ন অথবা তাঁর কার্যকলাপের বর্ণনার মাধ্যমে উপলব্ধ) চরিত্র; **মহা-ভাগবতস্য**—মহাভাগবতের; **চ**—ও; **ভক্তিঃ**—ভগবদ্ভক্তি; **জ্ঞানম্**—পূর্ণ আধ্যাত্মিক জ্ঞান (ব্রহ্ম, পরমাত্মা এবং ভগবান); **বিরক্তিঃ**—সংসার-বৈরাগ্য; **চ**—ও; **যাথার্থ্যম্**—যথাযথভাবে তা বোঝার জন্য; **চ**—এবং; **অস্য**—এর; **বৈ**—বস্তুতপক্ষে; **হরেঃ**—সর্বদা ভগবান সম্পর্কে; **সর্গ**—সৃষ্টি; **স্থিতি**—পালন; **অপ্যয়**—এবং সংহার; **ঈশস্য**—প্রভুর (ভগবানের); **গুণ**—দিব্য গুণাবলী এবং ঐশ্বর্যের; **কর্ম**—এবং কার্যকলাপ; **অনুবর্ণনম্**—গুরু-শিষ্যের পরম্পরার মাধ্যমে বর্ণিত;* **পর-অবরেষাম্**—সুর এবং অসুর নামক বিভিন্ন প্রকার জীবদের; **স্থানানাম্**—বিভিন্ন গ্রহলোক অথবা বাসস্থানের; **কালেন**—যথাসময়ে; **ব্যত্যয়ঃ**—সব কিছু সংহার; **মহান্**—অতি মহান হওয়া সত্ত্বেও।

অনুবাদ

এই কাহিনী মহাভাগবত প্রহ্লাদ মহারাজের চরিত্র, তাঁর দৃঢ় ভক্তি, পূর্ণ জ্ঞান, ও তাঁর পূর্ণ বৈরাগ্য বর্ণনা করেছে। এখানে সৃষ্টি, স্থিতি এবং সংহারের কারণরূপেও ভগবানের বর্ণনা করা হয়েছে। প্রহ্লাদ মহারাজ তাঁর প্রার্থনায় ভগবানের দিব্য গুণাবলী এবং সেই সঙ্গে কিভাবে দেবতা ও অসুরদের আবাস, তা যতই ঐশ্বর্যশালী হোক না কেন, ভগবানের নির্দেশ মাত্রই ধ্বংস হয়, তারও বর্ণনা করা হয়েছে।

তাৎপর্য

শ্রীমদ্ভাগবত ভগবানের সেবাপরায়ণ ভক্তদের চরিত্রের বর্ণনায় পূর্ণ। এই বৈদিক শাস্ত্রকে বলা হয় *ভাগবত*, কারণ তা পরমেশ্বর ভগবান এবং তাঁর ভক্তদের সম্পর্কে বর্ণনা। সদ্‌গুরুর নির্দেশনায় *শ্রীমদ্ভাগবত* অধ্যয়ন করার ফলে, শ্রীকৃষ্ণতত্ত্ব বিজ্ঞান, জড় ও চিৎ-জগৎ এবং জীবনের উদ্দেশ্য পূর্ণরূপে হৃদয়ঙ্গম করা যায়। *শ্রীমদ্ভাগবতম্ অমলং পুরাণম্*। *শ্রীমদ্ভাগবত* হচ্ছে নির্মল বৈদিক শাস্ত্র, যে কথা আমরা *শ্রীমদ্ভাগবতের* শুরুতেই আলোচনা করেছি। তাই কেবল *শ্রীমদ্ভাগবত* হৃদয়ঙ্গম করার মাধ্যমে আমরা ভগবদ্ভক্তের কার্যকলাপের বিজ্ঞান, অসুরদের কার্যকলাপ, নিত্যধাম এবং অনিত্য জগৎ সম্বন্ধে জানতে পারি। *শ্রীমদ্ভাগবতের* মাধ্যমে সব কিছুই পূর্ণরূপে জানা যায়।

---

*অনু শব্দটির অর্থ 'পশ্চাৎ'। মহাজনেরা কোন নতুন মতবাদ সৃষ্টি করেন না; পক্ষান্তরে, তাঁরা পূর্ববর্তী আচার্যদের পদাঙ্ক অনুসরণ করেন।

শ্লোক ৪৫

ধর্মো ভাগবতানাং চ ভগবান্ যেন গম্যতে ।
আখ্যানেঽস্মিন্ সমাম্নাতমাধ্যাত্মিকমশেষতঃ ॥ ৪৫ ॥

ধর্মঃ—ধর্ম; **ভাগবতানাম্**—ভগবদ্ভক্তদের; **চ**—এবং; **ভগবান্**—পরমেশ্বর ভগবান; **যেন**—যার দ্বারা; **গম্যতে**—বুঝতে পারে; **আখ্যানে**—বর্ণনায়; **অস্মিন্**—এই; **সমাম্নাতম্**—পূর্ণরূপে বর্ণিত; **আধ্যাত্মিকম্**—আধ্যাত্মিক; **অশেষতঃ**—বিশেষভাবে।

অনুবাদ

যে ধর্মের দ্বারা ভগবানকে জানা যায়, তাকে বলা হয় ভাগবত-ধর্ম। তাই এই আখ্যানে আধ্যাত্মিক তত্ত্ব যথাযথভাবে বর্ণিত হয়েছে।

তাৎপর্য

ধর্মের মাধ্যমে ভগবান, পরমাত্মা এবং ব্রহ্মকে জানা যায়। কেউ যখন এই তিনটি তত্ত্ব ভালভাবে অবগত হন, তখন তিনি ভগবানের ভক্ত হয়ে ভাগবত-ধর্ম অনুষ্ঠান করেন। পরম্পরার ধারায় আচার্য প্রহ্লাদ মহারাজ উপদেশ দিয়েছেন যে, জীবনের শুরু থেকেই ভাগবত-ধর্মের শিক্ষা দেওয়া উচিত (*কৌমার আচরেৎ প্রাজ্ঞো ধর্মান্ ভাগবতান্ ইহ*)। ভাগবত-ধর্ম হৃদয়ঙ্গম করাই শিক্ষার প্রকৃত উদ্দেশ্য। *শ্রবণং কীর্তনং বিষ্ণোঃ*। ভগবান শ্রীবিষ্ণু এবং তাঁর বিভিন্ন অবতারের বিষয়ে কেবল শ্রবণ এবং কীর্তন করা অবশ্য কর্তব্য। তাই প্রহ্লাদ মহারাজ এবং নৃসিংহদেব সম্বন্ধে এই আখ্যানটিতে চিন্ময় আধ্যাত্মিক বিষয়ে যথাযথভাবে বর্ণনা করা হয়েছে।

শ্লোক ৪৬

য এতৎ পুণ্যমাখ্যানং বিষ্ণোর্বীর্যোপবৃংহিতম্ ।
কীর্তয়েচ্ছ্রদ্ধয়া শ্রুত্বা কর্মপাশৈর্বিমুচ্যতে ॥ ৪৬ ॥

যঃ—যে ব্যক্তি; **এতৎ**—এই; **পুণ্যম্**—পবিত্র; **আখ্যানম্**—আখ্যান; **বিষ্ণোঃ**—ভগবান শ্রীবিষ্ণুর; **বীর্য**—পরম শক্তি; **উপবৃংহিতম্**—যাতে বর্ণনা করা হয়েছে; **কীর্তয়েৎ**—কীর্তন করে বা উচ্চারণ করে; **শ্রদ্ধয়া**—গভীর শ্রদ্ধা সহকারে; **শ্রুত্বা**—(যোগ্য ব্যক্তির কাছ থেকে) যথাযথভাবে শ্রবণ করার পর; **কর্ম-পাশৈঃ**—সকাম কর্মের বন্ধন থেকে; **বিমুচ্যতে**—মুক্ত হয়।

অনুবাদ

যে ব্যক্তি এই আখ্যানে বর্ণিত ভগবান শ্রীবিষ্ণুর সর্ব-শক্তিমত্তার কথা শ্রবণ করেন এবং কীর্তন করেন, তিনি অবশ্যই জড় জগতের বন্ধন থেকে মুক্ত হন।

শ্লোক ৪৭

এতদ্ য আদিপুরুষস্য মৃগেন্দ্রলীলাং
দৈত্যেন্দ্রযূথপবধং প্রয়তঃ পঠেত ।
দৈত্যাত্মজস্য চ সতাং প্রবরস্য পুণ্যং
শ্রুত্বানুভাবমকুতোভয়মেতি লোকম্ ॥ ৪৭ ॥

এতৎ—এই আখ্যান; **যঃ**—যিনি; **আদি-পুরুষস্য**—আদি পুরুষ ভগবানের; **মৃগেন্দ্র-লীলাম্**—নরসিংহরূপী লীলা; **দৈত্য-ইন্দ্র**—দৈত্যদের রাজার; **যূথ-প**—হস্তীর মতো বলিষ্ঠ; **বধম্**—বধ; **প্রয়তঃ**—সমাহিত চিত্তে; **পঠেত**—পাঠ করেন; **দৈত্য-আত্মজস্য**—দৈত্যপুত্র প্রহ্লাদের; **চ**—ও; **সতাম্**—ভক্তদের মধ্যে; **প্রবরস্য**—শ্রেষ্ঠ; **পুণ্যম্**—পবিত্র; **শ্রুত্বা**—শ্রবণ করে; **অনুভাবম্**—কার্যকলাপ; **অকুতঃ-ভয়ম্**—যেখানে কখনও কোন ভয় নেই; **এতি**—প্রাপ্ত হন; **লোকম্**—চিৎ-জগৎ।

অনুবাদ

প্রহ্লাদ মহারাজ ছিলেন সমস্ত ভক্তদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ। প্রহ্লাদ মহারাজের কার্যকলাপ, হিরণ্যকশিপু বধ এবং ভগবান নৃসিংহদেবের লীলা যিনি সমাহিত চিত্তে শ্রবণ করেন, তিনি নিশ্চিতভাবে অকুতোভয় বৈকুণ্ঠধাম প্রাপ্ত হবেন।

শ্লোক ৪৮

যূয়ং নৃলোকে বত ভূরিভাগা
লোকং পুনানা মুনয়োঽভিযন্তি ।
যেষাং গৃহানাবসতীতি সাক্ষাদ্
গূঢ়ং পরং ব্রহ্ম মনুষ্যলিঙ্গম্ ॥ ৪৮ ॥

যূয়ম্—তোমরা সকলে (পাণ্ডবেরা); **নৃ-লোকে**—এই জড় জগতে; **বত**—অধিকন্তু; **ভূরি-ভাগাঃ**—অত্যন্ত সৌভাগ্যবান; **লোকম্**—সমস্ত গ্রহলোকে; **পুনানাঃ**—যাঁরা

পবিত্র করতে পারে; **মুনয়ঃ**—মুনিগণ; **অভিয়ন্তি**—প্রায় সর্বদা আসেন; **যেষাম্**—যাঁদের; **গৃহান্**—গৃহে; **আবসতি**—বাস করেন; **ইতি**—এইভাবে; **সাক্ষাৎ**—প্রত্যক্ষভাবে; **গূঢ়ম্**—অতি গোপনীয়; **পরম্ ব্রহ্ম**—পরমেশ্বর ভগবান; **মনুষ্য-লিঙ্গম্**—মনুষ্যরূপী।

অনুবাদ

নারদ মুনি বললেন—হে মহারাজ যুধিষ্ঠির, তোমরা সকলে (পাণ্ডবেরা) অত্যন্ত ভাগ্যবান, কারণ ভগবান শ্রীকৃষ্ণ মনুষ্যরূপে তোমাদের প্রাসাদে বাস করেন। মহর্ষিগণ সেই কথা জানেন, এবং তাই তাঁরা সর্বদা তোমাদের গৃহে গমন করেন।

তাৎপর্য

প্রহ্লাদ মহারাজের কার্যকলাপ শ্রবণ করার পর, শুদ্ধ ভক্ত স্বাভাবিকভাবেই তাঁর পদাঙ্ক অনুসরণ করতে উৎসুক হবেন। কিন্তু সেই ভক্ত এই মনে করে নিরাশ হতে পারেন যে, প্রত্যেক ভক্তের পক্ষে প্রহ্লাদ মহারাজের স্তর প্রাপ্ত হওয়া সম্ভব নয়। এটিই শুদ্ধ ভক্তের স্বভাব; তিনি সর্বদাই নিজেকে নিকৃষ্টতম, অযোগ্য এবং অক্ষম বলে মনে করেন। তাই প্রহ্লাদ মহারাজের আখ্যান শ্রবণ করার পর, প্রহ্লাদ মহারাজেরই সমস্তরের ভক্ত মহারাজ যুধিষ্ঠির নিজেকে নিতান্তই অযোগ্য বলে মনে করতে পারেন বলে নারদ মুনি তৎক্ষণাৎ তাঁকে উৎসাহ প্রদান করে বলেছিলেন যে, পাণ্ডবদের সৌভাগ্যও প্রহ্লাদ মহারাজের থেকে কোন অংশে কম নয়; তাঁরা প্রহ্লাদ মহারাজের মতোই ভাগ্যবান, কারণ ভগবান শ্রীকৃষ্ণ প্রহ্লাদের ক্ষেত্রে নৃসিংহদেবরূপে আবির্ভূত হলেও, পরমেশ্বর ভগবান তাঁর আদি স্বরূপ শ্রীকৃষ্ণরূপে সর্বদা পাণ্ডবদের গৃহে বাস করছেন। পাণ্ডবেরা যদিও শ্রীকৃষ্ণের যোগমায়ার প্রভাবে তাঁদের সেই সৌভাগ্য যথাযথভাবে উপলব্ধি করতে পারেননি, কিন্তু নারদ মুনি আদি মহর্ষিরা সেই কথা জানতেন, এবং তাই তাঁরা নিরন্তর যুধিষ্ঠির মহারাজের কাছে আসতেন।

যে শুদ্ধ ভক্ত সর্বদা কৃষ্ণভাবনায় ভাবিত, তিনি স্বভাবতই অত্যন্ত ভাগ্যবান। *নৃলোকে*, অর্থাৎ 'জড় জগতে' শব্দটি ইঙ্গিত করে যে, পাণ্ডবের পূর্বে যদুগণ, বশিষ্ঠ, মরীচি, কশ্যপ, ব্রহ্মা, শিব আদি বহু ভক্ত ছিলেন, যাঁরা সকলেই ছিলেন অত্যন্ত ভাগ্যবান, কিন্তু পাণ্ডবেরা তাঁদের সকলের থেকে শ্রেষ্ঠ, কারণ শ্রীকৃষ্ণ সর্বদা তাঁদের সঙ্গে থাকতেন। নারদ মুনি তাই বিশেষভাবে এই জড় জগতে (*নৃলোকে*) পাণ্ডবেরা সব চাইতে সৌভাগ্যবান বলে বর্ণনা করেছেন।

শ্লোক ৪৯

স বা অয়ং ব্রহ্ম মহদ্বিমৃগ্য-
কৈবল্যনির্বাণসুখানুভূতিঃ ।
প্রিয়ঃ সুহৃদ্ বঃ খলু মাতুলেয়
আত্মার্হণীয়ো বিধিকৃদ্ গুরুশ্চ ॥ ৪৯ ॥

সঃ—সেই (পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণ); **বা**—ও; **অয়ম্**—এই; **ব্রহ্ম**—নির্বিশেষ ব্রহ্ম (যা শ্রীকৃষ্ণের দেহনির্গত জ্যোতি); **মহৎ**—মহাপুরুষদের দ্বারা; **বিমৃগ্য**—অন্বেষণীয়; **কৈবল্য**—একত্ব; **নির্বাণ-সুখ**—নির্বাণের সুখ; **অনুভূতিঃ**—অনুভবের উৎস; **প্রিয়ঃ**—অত্যন্ত প্রিয়; **সুহৃৎ**—শুভাকাঙ্ক্ষী; **বঃ**—তোমাদের; **খলু**—বস্তুতপক্ষে; **মাতুলেয়ঃ**—মাতুলপুত্র; **আত্মা**—আত্মসদৃশ; **অর্হণীয়ঃ**—পূজনীয় (কারণ তিনি পরমেশ্বর ভগবান); **বিধিকৃৎ**—আজ্ঞাবাহক রূপে (তিনি তোমাদের সেবা করেন); **গুরুঃ**—তোমাদের পরম উপদেষ্টা; **চ**—ও।

অনুবাদ

নির্বিশেষ ব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং, কারণ শ্রীকৃষ্ণই নির্বিশেষ ব্রহ্মের উৎস। তিনিই মহাপুরুষদের অন্বেষণীয় পরমানন্দের উৎস, তবুও সেই পরমেশ্বর ভগবান তোমাদের প্রিয়তম বন্ধু, সুহৃদ এবং মাতুলপুত্র রূপে তোমাদের সঙ্গে অতি অন্তরঙ্গ ভাবে সম্পর্কিত। প্রকৃতপক্ষে, তিনি তোমাদের আত্মাস্বরূপ। তিনি তোমাদের পূজনীয়, তবুও তিনি কখনও কখনও তোমাদের সেবকরূপে এবং কখনও আবার গুরুরূপে আচরণ করেন।

তাৎপর্য

পরম সত্যের বিষয়ে সর্বদাই মতভেদ রয়েছে। এক শ্রেণীর পরমার্থবাদীরা সিদ্ধান্ত করে যে, পরম সত্য নির্বিশেষ, এবং অন্য শ্রেণীর অধ্যাত্মবাদীরা সিদ্ধান্ত করে যে, পরম সত্য সবিশেষ। *ভগবদ্গীতায়* পরম সত্য পরম পুরুষ রূপে স্বীকৃত হয়েছে। প্রকৃতপক্ষে, পরম পুরুষ ভগবান শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং *ভগবদ্গীতায়* বলেছেন, *ব্রহ্মণো হি প্রতিষ্ঠাহম্, মত্তঃ পরতরং নান্যৎ*—"নির্বিশেষ ব্রহ্ম আমার আংশিক প্রকাশ, এবং আমার থেকে শ্রেষ্ঠতর কিছু নেই।" সেই পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণ পাণ্ডবদের পরম বন্ধু এবং আত্মীয়রূপে আচরণ করেছেন, এবং কখনও কখনও তিনি তাঁদের সেবকরূপেও তাঁদের পত্র বহন করে ধৃতরাষ্ট্র এবং দুর্যোধনের কাছে নিয়ে গেছেন।

যেহেতু শ্রীকৃষ্ণ ছিলেন পাণ্ডবদের সুহৃদ, তাই তিনি অর্জুনের গুরু-রূপেও আচরণ করেছেন। অর্জুন শ্রীকৃষ্ণকে গুরুরূপে বরণ করেছিলেন (*শিষ্যস্তেঽহং শাধি মাং ত্বাং প্রপন্নম্*), এবং শ্রীকৃষ্ণ কখনও কখনও তাঁকে তিরস্কার করেছেন। যেমন, ভগবান বলেছেন, *অশোচ্যানন্বশোচস্ত্বং প্রজ্ঞাবাদাংশ্চ ভাষসে*—"তুমি পণ্ডিতের মতো কথা বললেও অশোচ্য বিষয়ে শোক করছ।" ভগবান আরও বলেছেন, *কুতস্ত্বা কশ্মলমিদং বিষমে সমুপস্থিতম্*—"হে অর্জুন, এই কলুষ তোমার মধ্যে এল কি করে?" পাণ্ডব এবং শ্রীকৃষ্ণের মধ্যে এমনই অন্তরঙ্গ সম্পর্ক ছিল। তেমনই, ভগবানের শুদ্ধ ভক্ত সর্বদাই সুখে-দুঃখে ভগবানের সঙ্গে থাকেন। শ্রীকৃষ্ণ তাঁর জীবনস্বরূপ। এটিই মহাজন শ্রীনারদ মুনির বাণী।

শ্লোক ৫০

ন যস্য সাক্ষাদ্ ভবপদ্মজাদিভী
রূপং ধিয়া বস্তুতয়োপবর্ণিতম্ ।
মৌনেন ভক্ত্যোপশমেন পূজিতঃ
প্রসীদতামেষ স সাত্বতাং পতিঃ ॥ ৫০ ॥

ন—না; **যস্য**—যাঁর; **সাক্ষাৎ**—প্রত্যক্ষভাবে; **ভব**—শিব; **পদ্মজ**—ব্রহ্মা (পদ্ম থেকে যাঁর জন্ম হয়েছিল); **আদিভিঃ**—তাঁদের এবং অন্যদের দ্বারা; **রূপম্**—রূপ; **ধিয়া**—ধ্যানের দ্বারাও; **বস্তুতয়া**—যথার্থরূপে; **উপবর্ণিতম্**—উপলব্ধ এবং বর্ণিত; **মৌনেন**—সমাধি বা গভীর ধ্যানের দ্বারা; **ভক্ত্যা**—ভক্তির দ্বারা; **উপশমেন**—ত্যাগের দ্বারা; **পূজিতঃ**—পূজিত; **প্রসীদতাম্**—তিনি প্রসন্ন হোন; **এষঃ**—এই; **সঃ**—তিনি; **সাত্বতাম্**—মহান ভক্তদের; **পতিঃ**—প্রভু।

অনুবাদ

শিব, ব্রহ্মা আদি মহাপুরুষেরা ভগবান শ্রীকৃষ্ণের তত্ত্ব যথার্থভাবে বর্ণনা করতে পারেননি। যিনি মহাপুরুষদের মৌনব্রত, ধ্যান, ভক্তি এবং ত্যাগের দ্বারা ভক্তরক্ষক-রূপে পূজিত হন, সেই পরমেশ্বর ভগবান আমাদের প্রতি প্রসন্ন হোন।

তাৎপর্য

পরম সত্যকে যদিও বিভিন্ন ব্যক্তিরা বিভিন্নভাবে অন্বেষণ করেন, তবুও তিনি অচিন্ত্যই থাকেন। কিন্তু তা সত্ত্বেও পাণ্ডব, গোপী, গোপবালক, মা যশোদা,

নন্দমহারাজ এবং অন্যান্য বৃন্দাবনবাসী ভক্তদের সেই ভগবানকে প্রাপ্ত হওয়ার জন্য ধ্যান করতে হয় না, কারণ তিনি সুখে-দুঃখে সর্বদাই তাঁদের সঙ্গে থাকেন। তাই নারদ মুনির মতো মহাত্মা, অধ্যাত্মবাদী এবং শুদ্ধ ভক্তদের মধ্যে পার্থক্য হৃদয়ঙ্গম করে ভগবানের কাছে সর্বদা প্রার্থনা করেন যেন তিনি তাঁর প্রতি প্রসন্ন হন।

শ্লোক ৫১

স এষ ভগবান্ রাজন্ ব্যতনোদ্ বিহতং যশঃ ।
পুরা রুদ্রস্য দেবস্য ময়েনানন্তমায়িনা ॥ ৫১ ॥

সঃ এষঃ ভগবান্—সেই পরমেশ্বর শ্রীকৃষ্ণ, যিনি হচ্ছেন পরব্রহ্ম; **রাজন্**—হে রাজন্; **ব্যতনোৎ**—বিস্তার করেছিলেন; **বিহতম্**—বিনষ্ট; **যশঃ**—কীর্তি; **পুরা**—পূর্বে; **রুদ্রস্য**—শিবের (দেবতাদের মধ্যে সব চাইতে শক্তিশালী); **দেবস্য**—দেবতা; **ময়েন**—ময়দানবের দ্বারা; **অনন্ত**—অন্তহীন; **মায়িনা**—মায়িক জ্ঞান সমন্বিত।

অনুবাদ

হে মহারাজ যুধিষ্ঠির, বহুকাল পূর্বে অনন্ত মায়াধারী ময়দানব যখন দেবাদিদেব মহাদেবের যশ খর্ব করেছিল, তখন ভগবান শ্রীকৃষ্ণ শিবের যশ উদ্ধার করে তাঁকে রক্ষা করেছিলেন।

তাৎপর্য

শিবকে বলা হয় মহাদেব, কারণ তিনি হচ্ছেন সমস্ত দেবতাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ। তাই শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুর বলেছেন যে, ব্রহ্মা ভগবানের মহিমা না জানলেও শিব তা জানেন। এই ঐতিহাসিক ঘটনাটি প্রমাণ করে যে, শিব পরব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণ থেকে তাঁর শক্তি প্রাপ্ত হন।

শ্লোক ৫২

রাজোবাচ

কস্মিন্ কর্মণি দেবস্য ময়োঽহঞ্জগদীশিতুঃ ।
যথা চোপচিতা কীর্তিঃ কৃষ্ণেনানেন কথ্যতাম্ ॥ ৫২ ॥

রাজা উবাচ—মহারাজ যুধিষ্ঠির জিজ্ঞাসা করেছিলেন; **কস্মিন্**—কি কারণে; **কর্মণি**—কোন কর্মের দ্বারা; **দেবস্য**—মহাদেব শিবের; **ময়ঃ**—ময়দানব; **অহন্**—বিনষ্ট করেছিল; **জগৎ-ঈশিতুঃ**—দুর্গাদেবীর পতি এবং জড় শক্তির নিয়ন্তা শিব; **যথা**—যেমন; **চ**—এবং; **উপচিতা**—পুনরায় বিস্তৃত হয়েছিল; **কীর্তিঃ**—যশ; **কৃষ্ণেন**—ভগবান শ্রীকৃষ্ণের দ্বারা; **অনেন**—এই; **কথ্যতাম্**—দয়া করে বর্ণনা করুন।

অনুবাদ

মহারাজ যুধিষ্ঠির বললেন—কি কারণে ময়দানব শিবের যশ বিনষ্ট করেছিল? কিভাবে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ শিবকে রক্ষা করে পুনরায় তাঁর যশ বিস্তার করেছিলেন? সেই কথা আপনি দয়া করে বর্ণনা করুন।

শ্লোক ৫৩

শ্রীনারদ উবাচ

নির্জিতা অসুরা দেবৈর্যুধ্যনেনোপবৃংহিতৈঃ ।
মায়িনাং পরমাচার্যং ময়ং শরণমাযযুঃ ॥ ৫৩ ॥

শ্রী-নারদঃ উবাচ—শ্রীনারদ মুনি বললেন; **নির্জিতাঃ**—পরাজিত হয়ে; **অসুরাঃ**—সমস্ত অসুরেরা; **দেবৈঃ**—দেবতাদের দ্বারা; **যুধি**—যুদ্ধে; **অনেন**—ভগবান শ্রীকৃষ্ণের দ্বারা; **উপবৃংহিতৈঃ**—শক্তি বর্ধিত হওয়ায়; **মায়িনাম্**—সমস্ত অসুরদের; **পরম-আচার্যম্**—সর্বশ্রেষ্ঠ এবং মহত্ত্বম; **ময়ম্**—ময়দানবের; **শরণম্**—শরণ; **আযযুঃ**—গ্রহণ করেছিল।

অনুবাদ

নারদ মুনি বললেন—শ্রীকৃষ্ণের কৃপায় সর্বদা পরম শক্তিসম্পন্ন দেবতারা যুদ্ধে অসুরদের পরাজিত করেছিলেন। তখন অসুরেরা মায়াবীশ্রেষ্ঠ ময়দানবের শরণ গ্রহণ করেছিল।

শ্লোক ৫৪-৫৫

স নির্মায় পুরস্তিস্রো হৈমীরৌপ্যায়সীর্বিভুঃ ।
দুর্লক্ষ্যাপায়সংযোগা দুর্বিতর্ক্যপরিচ্ছদাঃ ॥ ৫৪ ॥

তাভিস্তেঽসুরসেনান্যো লোকাংস্ত্রীন্ সেশ্বরান্ নৃপ ।
স্মরন্তো নাশয়াঞ্চক্রুঃ পূর্ববৈরমলক্ষিতাঃ ॥ ৫৫ ॥

সঃ—সেই (ময়দানব); **নির্মায়**—নির্মাণ করে; **পুরঃ**—বিশাল বাসস্থান; **তিস্রঃ**—তিন; **হৈমী**—স্বর্ণনির্মিত; **রৌপ্য**—রৌপ্যনির্মিত; **আয়সীঃ**—লৌহনির্মিত; **বিভুঃ**—অত্যন্ত শক্তিশালী; **দুর্লক্ষ্য**—অপরিমেয়; **অপায়-সংযোগা**—গমনাগমন; **দুর্বিতর্ক্য**—অসাধারণ; **পরিচ্ছদাঃ**—উপকরণ সমন্বিত; **তাভিঃ**—সেই তিনটি পুরীর দ্বারা (যেগুলি ছিল বিমানের মতো অন্তরীক্ষে গতিশীল); **তে**—তারা; **অসুর-সেনা-অন্যঃ**—অসুর সেনাপতিগণ; **লোকান্ ত্রীন্**—ত্রিভুবন; **স-ঈশ্বরান্**—তাদের পালকগণ সহ; **নৃপ**—হে মহারাজ যুধিষ্ঠির; **স্মরন্তঃ**—স্মরণ করে; **নাশয়াম্ চক্রুঃ**—বিনাশ করতে শুরু করেছিল; **পূর্ব**—পূর্বের; **বৈরম্**—শত্রুতা; **অলক্ষিতাঃ**—সকলের অলক্ষ্যে।

অনুবাদ

অসুরদের মহান নায়ক ময়দানব তিনটি অদৃশ্য পুরী নির্মাণ করে অসুরদের সেগুলি দিয়েছিল। সেই পুরীগুলি ছিল স্বর্ণ, রৌপ্য এবং লৌহ নির্মিত, এবং সেগুলি বিমানের মতো অন্তরীক্ষে গমনশীল ছিল, এবং সেগুলি অসাধারণ উপকরণে পূর্ণ ছিল। হে মহারাজ যুধিষ্ঠির, এই তিনটি পুরীতে দেবতাদের অগোচর থেকে অসুর সেনাপতিরা দেবতাদের সঙ্গে তাদের পূর্বের শত্রুতা স্মরণ করে ত্রিলোক বিনাশ করতে শুরু করেছিল।

শ্লোক ৫৬

ততস্তে সেশ্বরা লোকা উপাসাদ্যেশ্বরং নতাঃ ।
ত্রাহি নস্তাবকান্ দেব বিনষ্টাংস্ত্রিপুরালয়ৈঃ ॥ ৫৬ ॥

ততঃ—তারপর; **তে**—তাঁরা (দেবতারা); **স-ঈশ্বরাঃ**—তাঁদের অধিপতিগণ সহ; **লোকাঃ**—লোকসমূহ; **উপাসাদ্য**—সমীপবর্তী হয়ে; **ঈশ্বরম্**—শিবের; **নতাঃ**—প্রণত হয়েছিলেন; **ত্রাহি**—দয়া করে রক্ষা করুন; **নঃ**—আমাদের; **তাবকান্**—ভীতত্রস্ত আপনার আপনজনদের; **দেব**—হে দেব; **বিনষ্টান্**—প্রায় বিনষ্ট হয়েছে; **ত্রিপুর-আলয়ৈঃ**—তিনটি পুরীতে নিবাসকারী অসুরদের দ্বারা।

অনুবাদ

তারপর অসুরদের দ্বারা বিনষ্ট স্বর্গলোকের দেবতারা মহাদেবের কাছে গিয়ে প্রণত হয়ে বলেছিলেন—হে প্রভু, আমরা দেবতারা ত্রিপুরবাসী অসুরদের দ্বারা বিনষ্টপ্রায় হয়েছি। আমরা আপনার অনুগামী। দয়া করে আপনি আমাদের রক্ষা করুন।

শ্লোক ৫৭

অথানুগৃহ্য ভগবান্মা ভৈষ্টেতি সুরান্ বিভুঃ ।
শরং ধনুষি সন্ধায় পুরেষ্বস্ত্রং ব্যমুঞ্চত ॥ ৫৭ ॥

অথ—তারপর; **অনুগৃহ্য**—তাঁদের প্রতি কৃপা প্রদর্শন করার জন্য; **ভগবান্**—পরম শক্তিমান; **মা**—করো না; **ভৈষ্ট**—ভয়; **ইতি**—এইভাবে; **সুরান্**—দেবতাদের; **বিভুঃ**—মহাদেব; **শরম্**—বাণ; **ধনুষি**—তাঁর ধনুকে; **সন্ধায়**—যোজন করে; **পুরেষু**—অসুরদের সেই তিনটি পুরীতে; **অস্ত্রম্**—অস্ত্র; **ব্যমুঞ্চত**—নিক্ষেপ করেছিলেন।

অনুবাদ

তখন পরম শক্তিমান এবং ক্ষমতাসম্পন্ন দেবাদিদেব মহাদেব তাঁদের আশ্বাস দিয়ে বলেছিলেন, "ভয় করো না।" তারপর তিনি তাঁর ধনুকে বাণ যোজন করে অসুরদের সেই তিনটি পুরীতে নিক্ষেপ করেছিলেন।

শ্লোক ৫৮

ততোঽগ্নিবর্ণা ইষব উৎপেতুঃ সূর্যমণ্ডলাৎ ।
যথা ময়ূখসন্দোহা নাদৃশ্যন্ত পুরো যতঃ ॥ ৫৮ ॥

ততঃ—তারপর; **অগ্নিবর্ণাঃ**—অগ্নির মতো উজ্জ্বল; **ইষবঃ**—বাণসমূহ; **উৎপেতুঃ**—নিক্ষিপ্ত হয়েছিল; **সূর্য-মণ্ডলাৎ**—সূর্যমণ্ডল থেকে; **যথা**—যেমন; **ময়ূখ-সন্দোহাঃ**—আলোকরশ্মি; **ন অদৃশ্যন্ত**—দেখা যায়নি; **পুরঃ**—তিনটি পুরী; **যতঃ**—তার ফলে (মহাদেবের বাণের দ্বারা আচ্ছাদিত হওয়ার ফলে)।

অনুবাদ

সূর্যমণ্ডল থেকে রশ্মিসমূহের মতো মহাদেবের ধনুক থেকে আগুনের মতো উজ্জ্বল বাণসমূহ নিক্ষিপ্ত হয়ে, সেই তিনটি পুরী আচ্ছাদিত হওয়ার ফলে দৃষ্টির অগোচর হয়েছিল।

শ্লোক ৫৯

তৈঃ স্পৃষ্টা ব্যসবঃ সর্বে নিপেতুঃ স্ম পুরৌকসঃ ।
তানানীয় মহাযোগী ময়ঃ কূপরসেঽক্ষিপৎ ॥ ৫৯ ॥

তৈঃ—তাদের (অগ্নিময় বাণসমূহের) দ্বারা; **স্পৃষ্টাঃ**—স্পৃষ্ট হয়ে বা আক্রান্ত হয়ে; **ব্যসবঃ**—প্রাণহীন; **সর্বে**—সমস্ত অসুরেরা; **নিপেতুঃ**—নিপতিত হয়েছিল; **স্ম**—পূর্বে; **পুর-ওকসঃ**—সেই তিনটি পুরীর অধিবাসী; **তান্**—তারা সকলে; **আনীয়**—নিয়ে এসে; **মহা-যোগী**—মহান যোগী; **ময়ঃ**—ময়দানব; **কূপরসে**—অমৃতের কূপে (মহাযোগী ময় কর্তৃক নির্মিত); **অক্ষিপৎ**—নিক্ষেপ করেছিল।

অনুবাদ

মহাদেবের স্বর্ণনির্মিত বাণের দ্বারা আক্রান্ত হয়ে, সেই পুরী তিনটির অধিবাসী অসুরেরা প্রাণ হারিয়ে পতিত হয়েছিল। তখন মহাযোগী ময়দানব তার নির্মিত অমৃতের কূপে তাদের নিক্ষেপ করেছিল।

তাৎপর্য

অসুরেরা সাধারণত তাদের যোগশক্তির প্রভাবে অত্যন্ত শক্তিশালী। কিন্তু, *ভগবদ্গীতায়* (৬/৪৭) ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন—

যোগিনামপি সর্বেষাং মদ্গতেনান্তরাত্মনা ।
শ্রদ্ধাবান্ ভজতে যো মাং স মে যুক্ততমো মতঃ ॥

"যিনি শ্রদ্ধা সহকারে মদ্গত চিত্তে আমার ভজনা করেন, তিনিই সব চেয়ে অন্তরঙ্গ ভাবে আমার সঙ্গে যুক্ত এবং তিনিই সমস্ত যোগীদের থেকে শ্রেষ্ঠ।" যোগের প্রকৃত উদ্দেশ্য চিত্তবৃত্তি ভগবান শ্রীকৃষ্ণে একাগ্রীভূত করা এবং সর্বদা তাঁকে চিন্তা করা (*মদ্গতেনান্তরাত্মনা*)। এই সিদ্ধি লাভ করতে হলে হঠযোগ অভ্যাস করতে হয়, এবং এই যোগের প্রভাবে যোগ অনুষ্ঠানকারীর কিছু অলৌকিক শক্তি লাভ

হয়। কিন্তু অসুরেরা শ্রীকৃষ্ণের ভক্ত হওয়ার পরিবর্তে তাদের ইন্দ্রিয়তৃপ্তি সাধনে এই শক্তির অপব্যবহার করে। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যায় যে, এই শ্লোকে ময়দানবকে মহাযোগী বলা হয়েছে, কিন্তু তার কাজ ছিল অসুরদের সাহায্য করা। বর্তমান সময়েও আমরা কিছু যোগীদের দেখতে পাই, যারা বিষয়াসক্ত ব্যক্তিদের ইন্দ্রিয়তৃপ্তি সাধনে সাহায্য করে এবং নিজেদের ভগবান বলে প্রচার করে। ময়দানব ছিল তাদের মতো—অসুরদের ভগবান, এবং সে কিছু অলৌকিক কার্য সম্পাদন করতে পারত, যার একটি বর্ণনা এখানে দেওয়া হয়েছে—সে একটি অমৃতের কূপ নির্মাণ করেছিল এবং মৃত অসুরদের সেই কূপে সে নিক্ষেপ করেছিল। এই অমৃতকে বলা হয় *মৃতসঞ্জীবয়িতরি*, কারণ তার প্রভাবে মৃত ব্যক্তি পুনর্জীবিত হত। *মৃতসঞ্জীবয়িতরি* একটি আয়ুর্বেদিক ঔষধও। এটি এক প্রকার আসব যা মরণাপন্ন ব্যক্তিকে বলোদ্দীপ্ত করে তোলে।

শ্লোক ৬০

সিদ্ধামৃতরসস্পৃষ্টা বজ্রসারা মহৌজসঃ ।
উত্তস্থুর্মেঘদলনা বৈদ্যুতা ইব বহ্নয়ঃ ॥ ৬০ ॥

সিদ্ধ-অমৃত-রস-স্পৃষ্টাঃ—সেই অত্যন্ত শক্তিশালী সিদ্ধ অমৃত রসের দ্বারা স্পৃষ্ট হয়ে অসুরেরা; **বজ্রসারাঃ**—বজ্রের মতো কঠিন যাদের শরীর; **মহা-ওজসঃ**—মহা বলবান; **উত্তস্থু**—পুনরায় উত্থিত হয়েছিল; **মেঘ-দলনাঃ**—মেঘ ভেদকারী; **বৈদ্যুতাঃ**—বিদ্যুৎ (যা মেঘকে ভেদ করে); **ইব**—সদৃশ; **বহ্নয়ঃ**—অগ্নিময়।

অনুবাদ

সেই অমৃতের স্পর্শে অসুরদের মৃতদেহ বজ্রের মতো দুর্ভেদ্য হয়েছিল। মহা বলে বলীয়ান হয়ে, তারা তখন মেঘভেদী বিদ্যুতের মতো উত্থিত হয়েছিল।

শ্লোক ৬১

বিলোক্য ভগ্নসঙ্কল্পং বিমনস্কং বৃষধ্বজম্ ।
তদায়ং ভগবান্ বিষ্ণুস্তত্রোপায়মকল্পয়ৎ ॥ ৬১ ॥

বিলোক্য—দর্শন করে; **ভগ্ন-সঙ্কল্পম্**—নিরাশ; **বিমনস্কম্**—অত্যন্ত দুঃখিত; **বৃষ-ধ্বজম্**—শিবকে; **তদা**—তখন; **অয়ম্**—এই; **ভগবান্**—পরমেশ্বর ভগবান;

বিষ্ণুঃ—শ্রীবিষ্ণু; **তত্র**—সেই অমৃতকূপে; **উপায়ম্**—(কিভাবে তা বন্ধ করা যায়) তার উপায়; **অকল্পয়ৎ**—স্থির করেছিলেন।

অনুবাদ

মহাদেবকে অত্যন্ত নিরাশ এবং অসুখী দর্শন করে, ভগবান শ্রীবিষ্ণু ময়দানবের সেই উৎপাত কিভাবে নিবারণ করা যায়, তার উপায় বিবেচনা করেছিলেন।

শ্লোক ৬২

বৎসশ্চাসীৎ তদা ব্রহ্মা স্বয়ং বিষ্ণুরয়ং হি গৌঃ ।
প্রবিশ্য ত্রিপুরং কালে রসকূপামৃতং পপৌ ॥ ৬২ ॥

বৎসঃ—গোবৎস; **চ**—ও; **আসীৎ**—হয়েছিলেন; **তদা**—তখন; **ব্রহ্মা**—ব্রহ্মা; **স্বয়ম্**—স্বয়ং; **বিষ্ণুঃ**—ভগবান শ্রীবিষ্ণু; **অয়ম্**—এই; **হি**—বস্তুতপক্ষে; **গৌঃ**—গাভী; **প্রবিশ্য**—প্রবেশ করে; **ত্রিপুরম্**—ত্রিপুরে; **কালে**—মধ্যাহ্ন সময়ে; **রসকূপ-অমৃতম্**—অমৃতের কূপ; **পপৌ**—পান করেছিলেন।

অনুবাদ

তখন ব্রহ্মা গোবৎস এবং ভগবান শ্রীবিষ্ণু গাভী হয়ে পুরীতে প্রবেশ করে কূপের সমস্ত অমৃত পান করেছিলেন।

শ্লোক ৬৩

তেঽসুরা হ্যপি পশ্যন্তো ন ন্যষেধন্ বিমোহিতাঃ ।
তদ্ বিজ্ঞায় মহাযোগী রসপালানিদং জগৌ ।
স্ময়ন্ বিশোকঃ শোকার্তান্ স্মরন্ দৈবগতিং চ তাম্ ॥ ৬৩ ॥

তে—তারা; **অসুরাঃ**—অসুরেরা; **হি**—বস্তুতপক্ষে; **অপি**—যদিও; **পশ্যন্তঃ**—(সেই গোবৎস এবং গাভীকে অমৃত পান করতে) দেখে; **ন**—না; **ন্যষেধন্**—নিষেধ করা; **বিমোহিতাঃ**—মায়ার দ্বারা মোহিত হয়ে; **তৎ বিজ্ঞায়**—তা জানতে পেরে; **মহা-যোগী**—মহাযোগী ময়দানব; **রস-পালান্**—যে সমস্ত অসুরেরা সেই অমৃতের কূপটি

রক্ষা করছিল তাদের; **ইদম্**—এই; **জগৌ**—বলেছিল; **স্ময়ন্**—বিমোহিত হয়ে; **বিশোকঃ**—শোকহীন; **শোকার্তান্**—শোকার্ত; **স্মরন্**—স্মরণ করে; **দৈবগতিম্**—ভগবানের শক্তি; **চ**—ও; **তাম্**—তা।

অনুবাদ

অসুরেরা গোবৎস এবং গাভীটিকে দেখেছিল, কিন্তু ভগবানের মায়ার দ্বারা মোহিত হওয়ার ফলে, তারা তাদের নিষেধ করতে পারেনি। মহাযোগী ময়দানব যখন জানতে পেরেছিল যে, একটি গোবৎস এবং গাভী সেই কূপের সমস্ত অমৃত পান করেছে, তখন সে বুঝতে পেরেছিল যে, দৈবের অদৃশ্য শক্তির প্রভাবেই তা হয়েছে। তখন সে শোকার্ত অসুরদের বলেছিল।

শ্লোক ৬৪

দেবোঽসুরো নরোঽন্যো বা নেশ্বরোঽস্তীহ কশ্চন ।
আত্মনোঽন্যস্য বা দিষ্টং দৈবেনাপোহিতুং দ্বয়োঃ ॥ ৬৪ ॥

দেবঃ—দেবতাগণ; **অসুরঃ**—অসুরগণ; **নরঃ**—মানবগণ; **অন্যঃ**—অথবা অন্য কেউ; **বা**—অথবা; **ন**—না; **ঈশ্বরঃ**—পরম নিয়ন্তা; **অস্তি**—হয়; **ইহ**—এই জগতে; **কশ্চন**—কেউ; **আত্মনঃ**—নিজের; **অন্যস্য**—অন্যের; **বা**—অথবা; **দিষ্টম্**—ভাগ্য; **দৈবেন**—দৈবের দ্বারা; **অপোহিতুম্**—দূর করা; **দ্বয়োঃ**—উভয়ের।

অনুবাদ

ময় দানব বলল—যা হয়েছে তা নিজের, অপরের, অথবা নিজের এবং অপরের উভয়ের প্রতি দৈবনির্দিষ্ট ভাগ্য এবং দেবতা, অসুর, মানুষ অথবা অন্য কারও পক্ষে কখনই তার অন্যথা করা সম্ভব নয়।

তাৎপর্য

ভগবান এক—কৃষ্ণ, যিনি বিষ্ণুতত্ত্ব। কৃষ্ণ নিজেকে বিষ্ণুতত্ত্বরূপে তাঁর স্বাংশ সমূহ বিস্তার করেন, যাঁরা সব কিছু নিয়ন্ত্রণ করেন। ময়দানব বলেছিল, "যেভাবেই আমি পরিকল্পনা করি, তুমি পরিকল্পনা কর অথবা আমরা উভয়েই পরিকল্পনা করি, যা ঘটবার তা ভগবানই পরিকল্পনা করে থাকেন। তাঁর অনুমোদন ব্যতীত কারোরই

পরিকল্পনা সফল হয় না।" আমরা নানা রকম পরিকল্পনা করতে পারি, কিন্তু তা যদি ভগবান বিষ্ণুর দ্বারা অনুমোদিত না হয়, তা হলে তা কখনই সফল হবে না। বিভিন্ন জীব লক্ষ-কোটি পরিকল্পনা করে, কিন্তু ভগবানের অনুমোদন ব্যতীত সেগুলি সবই নিরর্থক।

শ্লোক ৬৫-৬৬

অথাসৌ শক্তিভিঃ স্বাভিঃ শম্ভোঃ প্রাধানিকং ব্যধাৎ ।
ধর্মজ্ঞানবিরক্ত্যৃদ্ধিতপোবিদ্যাক্রিয়াদিভিঃ ॥ ৬৫ ॥
রথং সূতং ধ্বজং বাহান্ ধনুর্বর্ম শরাদি যৎ ।
সন্নদ্ধো রথমাস্থায় শরং ধনুরুপাদদে ॥ ৬৬ ॥

অথ—তারপর; **অসৌ**—তিনি (ভগবান শ্রীকৃষ্ণ); **শক্তিভিঃ**—তাঁর শক্তির দ্বারা; **স্বাভিঃ**—নিজের; **শম্ভোঃ**—শিবের; **প্রাধানিকম্**—উপকরণ; **ব্যধাৎ**—সৃষ্টি করেছিলেন; **ধর্ম**—ধর্ম; **জ্ঞান**—জ্ঞান; **বিরক্তি**—বৈরাগ্য; **ঋদ্ধি**—ঐশ্বর্য; **তপঃ**—তপস্যা; **বিদ্যা**—বিদ্যা; **ক্রিয়া**—কার্যকলাপ; **আদিভিঃ**—ইত্যাদি চিন্ময় ঐশ্বর্যের দ্বারা; **রথম্**—রথ; **সূতম্**—সারথি; **ধ্বজম্**—পতাকা; **বাহান্**—হাতি এবং ঘোড়া; **ধনুঃ**—ধনুক; **বর্ম**—বর্ম; **শরাদি**—বাণ প্রভৃতি; **যৎ**—প্রয়োজনীয় সব কিছু; **সন্নদ্ধঃ**—সজ্জিত হয়ে; **রথম্**—রথে; **আস্থায়**—উপবেশন করে; **শরম্**—বাণ; **ধনুঃ**—ধনুকে; **উপাদদে**—যুক্ত করেছিলেন।

অনুবাদ

নারদ মুনি বললেন—তারপর ভগবান শ্রীকৃষ্ণ ধর্ম, জ্ঞান, বৈরাগ্য, ঐশ্বর্য, তপস্যা, বিদ্যা এবং ক্রিয়া সমন্বিত স্বীয় শক্তির দ্বারা রথ, সারথি, ধ্বজা, অশ্ব, হস্তী, ধনুক, বর্ম, বাণ প্রভৃতি প্রয়োজনীয় উপকরণ সৃষ্টি করে মহাদেবকে সজ্জিত করেছিলেন। এইভাবে পূর্ণরূপে সজ্জিত হয়ে মহাদেব তখন অসুরদের সঙ্গে যুদ্ধ করার জন্য রথে আরোহণ করে ধনুর্বাণ গ্রহণ করেছিলেন।

তাৎপর্য

শ্রীমদ্ভাগবতে (১২/১৩/১৬) উল্লেখ করা হয়েছে, *বৈষ্ণবানাং যথা শম্ভুঃ*—শিব হচ্ছেন শ্রেষ্ঠ বৈষ্ণব। প্রকৃতপক্ষে তিনি হচ্ছেন দ্বাদশ মহাজনের অন্যতম (*স্বয়ম্ভুর্নারদঃ শম্ভুঃ কুমার কপিলো মনুঃ* ইত্যাদি)। শ্রীকৃষ্ণ সর্বদাই সর্বতোভাবে

মহাজন এবং ভক্তদের সাহায্য করতে প্রস্তুত থাকেন (*কৌন্তেয় প্রতিজানীহি ন মে ভক্তঃ প্রণশ্যতি*)। মহাদেব যদিও অত্যন্ত শক্তিশালী, তবুও তিনি অসুরদের সঙ্গে যুদ্ধে পরাস্ত হয়েছিলেন, এবং তাই তিনি বিষণ্ণ ও নিরাশ হয়েছিলেন। কিন্তু যেহেতু তিনি ভগবানের প্রধান ভক্তদের অন্যতম, তাই ভগবান স্বয়ং তাঁকে যুদ্ধের সমস্ত উপকরণে সজ্জিত করেছিলেন। অতএব ভক্তের কর্তব্য হচ্ছে নিষ্ঠা সহকারে ভগবানের সেবা করা, এবং শ্রীকৃষ্ণ সর্বদা আড়ালে থেকে তাঁকে রক্ষা করেন, এবং প্রয়োজন হলে, শত্রুর সঙ্গে যুদ্ধ করার জন্য স্বয়ং তাঁকে সজ্জিত করেন। ভক্তের তাই কৃষ্ণভাবনামৃত আন্দোলন প্রচারের জন্য জ্ঞান অথবা ভৌতিক উপকরণের অভাব হয় না।

শ্লোক ৬৭

শরং ধনুষি সন্ধায় মুহূর্তেঽভিজিতীশ্বরঃ ।
দদাহ তেন দুর্ভেদ্যা হরোঽথ ত্রিপুরো নৃপ ॥ ৬৭ ॥

শরম্—বাণ; **ধনুষি**—ধনুকে; **সন্ধায়**—সংযোজন করে; **মুহূর্তে অভিজিতি**—মধ্যাহ্ন সময়ে; **ঈশ্বরঃ**—মহাদেব; **দদাহ**—দগ্ধ করেছিলেন; **তেন**—তাদের দ্বারা (বাণ); **দুর্ভেদ্যাঃ**—দুর্ভেদ্য; **হরঃ**—মহাদেব; **অথ**—এইভাবে; **ত্রিপুরঃ**—অসুরদের তিনটি পুরী; **নৃপ**—হে মহারাজ যুধিষ্ঠির।

অনুবাদ

হে মহারাজ যুধিষ্ঠির, পরম শক্তিমান মহাদেব তাঁর ধনুকে শর সংযোজন করে, দ্বিপ্রহরে অসুরদের তিনটি পুরীতে আগুন জ্বালিয়ে সেগুলি ভস্মসাৎ করেছিলেন।

শ্লোক ৬৮

দিবি দুন্দুভয়ো নেদুর্বিমানশতসঙ্কুলাঃ ।
দেবর্ষিপিতৃসিদ্ধেশা জয়েতি কুসুমোৎকরৈঃ ।
অবাকিরন্ জগুর্হৃষ্টা ননৃতুশ্চাপ্সরোগণাঃ ॥ ৬৮ ॥

দিবি—আকাশে; **দুন্দুভয়ঃ**—দুন্দুভি; **নেদুঃ**—বেজেছিল; **বিমান**—বিমানের; **শত**—শত-সহস্র; **সঙ্কুলাঃ**—সমন্বিত; **দেব-ঋষি**—সমস্ত দেবতা এবং ঋষিগণ; **পিতৃ**—পিতৃগণ; **সিদ্ধ**—সিদ্ধগণ; **ঈশাঃ**—সমস্ত মহান ব্যক্তিগণ; **জয় ইতি**—

'জয় হোক' বলে; **কুসুম-উৎকরৈঃ**—বিভিন্ন প্রকার ফুল; **অবাকিরন্**—মহাদেবের মস্তকে বর্ষণ করেছিলেন; **জগুঃ**—কীর্তন করেছিলেন; **হৃষ্টাঃ**—মহা আনন্দে; **ননৃতুঃ**—নৃত্য করেছিলেন; **চ**—এবং; **অপ্সরঃ-গণাঃ**—স্বর্গের অপ্সরাগণ।

অনুবাদ

স্বর্গের দেবতারা তাঁদের বিমানে চড়ে দুন্দুভি বাজিয়েছিলেন। দেবতা, ঋষি, পিতৃ, সিদ্ধ এবং অন্যান্য মহান ব্যক্তিগণ জয়ধ্বনি দিয়ে শিবের মস্তকে পুষ্পবর্ষণ করেছিলেন এবং অপ্সরাগণ মহা আনন্দে গান ও নৃত্য করতে শুরু করেছিলেন।

শ্লোক ৬৯

এবং দগ্ধ্বা পুরস্তিস্রো ভগবান্ পুরহা নৃপ ।
ব্রহ্মাদিভিঃ স্তূয়মানঃ স্বংধাম প্রত্যপদ্যত ॥ ৬৯ ॥

এবম্—এইভাবে; **দগ্ধ্বা**—দগ্ধ করে; **পুরঃ তিস্রঃ**—অসুরদের তিনটি পুরী; **ভগবান্**—পরম শক্তিমান; **পুরহা**—অসুরদের পুরী বিনাশকারী; **নৃপ**—হে মহারাজ যুধিষ্ঠির; **ব্রহ্ম-আদিভিঃ**—ব্রহ্মা এবং অন্যান্য দেবতাদের দ্বারা; **স্তূয়মানঃ**—পূজিত হয়ে; **স্বম্**—তাঁর নিজের; **ধাম**—ধামে; **প্রত্যপদ্যত**—প্রত্যাবর্তন করেছিলেন।

অনুবাদ

হে মহারাজ যুধিষ্ঠির, এইভাবে অসুরদের তিনটি পুরী ভস্মীভূত করার ফলে শিব ত্রিপুরারি নামে পরিচিত হয়েছিলেন। ব্রহ্মা আদি দেবতাদের দ্বারা পূজিত হয়ে মহাদেব তখন তাঁর নিজের ধামে প্রত্যাবর্তন করেছিলেন।

শ্লোক ৭০

এবংবিধান্যস্য হরেঃ স্বমায়য়া
বিড়ম্বমানস্য নৃলোকমাত্মনঃ ।
বীর্যাণি গীতান্যৃষিভির্জগদ্গুরো-
র্লোকং পুনানান্যপরং বদামি কিম্ ॥ ৭০ ॥

এবম্ বিধানি—এইভাবে; **অস্য**—শ্রীকৃষ্ণের; **হরেঃ**—পরমেশ্বর ভগবানের; **স্ব-মায়য়া**—তাঁর চিন্ময় শক্তির দ্বারা; **বিড়ম্বমানস্য**—একজন সাধারণ মানুষের মতো

আচরণ করে; **নৃ-লোকম্**—মানব-সমাজে; **আত্মনঃ**—নিজের; **বীর্যাণি**—দিব্য কার্যকলাপ; **গীতানি**—বর্ণনা; **ঋষিভিঃ**—মহান ঋষিদের দ্বারা; **জগদ্‌গুরোঃ**—জগদ্‌গুরুর; **লোকম্**—সমস্ত গ্রহলোক; **পুনানানি**—পবিত্র করে; **অপরম্**—আর কি; **বদামি কিম্**—আমি কি বলতে পারি।

অনুবাদ

ভগবান শ্রীকৃষ্ণ একজন সাধারণ মানুষের মতো আবির্ভূত হয়েছিলেন, তবুও তাঁর স্বীয় শক্তির দ্বারা তিনি অসাধারণ এবং আশ্চর্যজনক বহু লীলাবিলাস করেছিলেন। মহর্ষিগণ তাঁর কার্যকলাপ ইতিমধ্যেই বর্ণনা করেছেন, তার অতিরিক্ত আমি আর কি বলতে পারি? যথাযথ সূত্রে তাঁর কার্যকলাপের বর্ণনা কেবল শ্রবণ করার ফলেই সকলে পবিত্র হতে পারে।

তাৎপর্য

ভগবদ্‌গীতায় এবং অন্যান্য বৈদিক শাস্ত্রে পূর্ণরূপে বর্ণনা করা হয়েছে যে, ভগবান শ্রীকৃষ্ণ মানব-সমাজে একজন সাধারণ মানুষের মতো আবির্ভূত হলেও সারা জগতের কল্যাণ সাধনের জন্য তিনি অসাধারণ সমস্ত কার্যকলাপ সম্পাদন করেছিলেন। কারও ভগবানের মায়ায় বশীভূত হওয়া উচিত নয় এবং কখনও ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে একজন সাধারণ মানুষ বলে মনে করা উচিত নয়। যারা সত্যি সত্যিই পরম সত্যের অন্বেষণ করেন, তাঁরা হৃদয়ঙ্গম করতে পারেন যে, শ্রীকৃষ্ণই হচ্ছেন সব কিছু (*বাসুদেবঃ সর্বমিতি*)। এই প্রকার মহাত্মা অত্যন্ত দুর্লভ। কিন্তু তা সত্ত্বেও কেউ যদি *ভগবদ্‌গীতা যথাযথ* অধ্যয়ন করেন, তা হলে তিনি অনায়াসে শ্রীকৃষ্ণকে জানতে পারবেন। এই কৃষ্ণভাবনামৃত আন্দোলন সারা পৃথিবী জুড়ে মানুষকে জানাবার চেষ্টা করছে যে, শ্রীকৃষ্ণই হচ্ছেন পরমেশ্বর ভগবান (*কৃষ্ণস্তু ভগবান্ স্বয়ম্*)। মানুষ যদি এই আন্দোলনকে ঐকান্তিকভাবে গ্রহণ করে, তা হলে তাদের জীবন সফল হবে।

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতের সপ্তম স্কন্ধের 'ভক্তপ্রবর প্রহ্লাদ' নামক দশম অধ্যায়ের ভক্তিবেদান্ত তাৎপর্য।